ইরাকে মেয়েদের বিয়ের বয়স ৯ বছর করার প্রস্তাব

সারে-জমিন

দুটি রান্নাঘর, তবু শ্রেণি কক্ষে হচ্ছে মিড ডে মিলের রান্না

রূপসী বাংলা

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন বুদ্ধদেব

সম্পাদকীয়

ডোমকলে রেললাইন নিয়ে সংসদে সরব আবু তাহের

সাধারণ

শৈশবে বাবা-মা হারা আমন ভারতকে এনে দিলেন ব্রোঞ্জ

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
১০ আগস্ট, ২০২৪
২৫ শ্রাবণ ১৪৩১
৪ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 216 ■ Daily APONZONE ■ 10 August 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মুম্বইয়ের কলেজে হিজাব নিষিদ্ধে শীর্ষ কোর্টের স্থগিতাদেশ

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে 'হিজাব, বোরকা, টুপি এবং নকাব' নিষিদ্ধ করার জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে স্থগিতাদেশ দিয়েছে এবং বলেছে, পড়ুয়াদের তারা কী পরবে তা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা থাকতে হবে। শীর্ষ আদালত আরও প্রশ্ন তুলেছে কলেজের যদি শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় বিশ্বাস প্রকাশ না করার উদ্দেশ্য থাকল তাহলে কেন 'তিলক' এবং 'বিন্দি' নিষিদ্ধ করা নিয়ে কোনও নির্দেশ দেওয়া হল না। বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ এনজি আচার্য এবং ডি কে মারাঠে কলেজ পরিচালনাকারী চেম্বুর ট্রম্বে এডুকেশন সোসাইটিকে নোটিশ জারি করেছে এবং ১৮ নভেম্বরের মধ্যে এর জবাব চেয়েছে। কলেজের সার্কুলারে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়ার সময় আদালত বলেছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ বাধ্য করতে পারে না মেয়ে পড়ুয়ারা কী পরবেন ও কী পরবেন না। মেয়ে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই তারা কী পরছে তা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা থাকতে হবে এবং কলেজ তাদের জোর করতে পারে না। ডিকে মারাঠে কলেজ ক্যাম্পাসে হিজাব, বোরখা ও নকাব নিষিদ্ধ করার বম্বে হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বম্বে হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বেশ কয়েকজন মুসলিম ছাত্রীর দায়ের করা পিটিশনের শুনানি চলছিল। এডুকেশনাল সোসাইটির পক্ষে উপস্থিত সিনিয়র অ্যাডভোকেট মাধবী দিওয়ানকে বেঞ্চ জিজ্ঞাসা করে, "ছাত্রীদের নাম কি তাদের ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ করে না?" তবে আদালত জানিয়েছে, ক্লাসরুমের ভিতরে মেয়েদের কোনও বোরখা পরার অনুমতি দেওয়া যাবে না এবং ক্যাম্পাসে কোনও ধর্মীয় কার্যকলাপের অনুমতি দেওয়া যাবে না। শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ আরও বলেছে যে তার অন্তর্বর্তী আদেশের অপব্যবহার করা উচিত নয় কোনও পক্ষ। এটি শিক্ষামূলক সমিতি এবং কলেজকে কোনও অপব্যবহার ঘটলে আদালতে ফিরে আসার স্বাধীনতাও দিয়েছে। শুনানিতে আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী কলিন গনজালভেস ও আবিহা জাইদি যুক্তি দেন ৪০০ এরও বেশি মেয়ে নিয়মিত কলেজে হিজাব পরেন ও কলেজের নির্দেশের জন্য তারা ক্লাস করতে পারছেন না।

জুনিয়র ডাক্তারের রহস্যজনক মৃত্যু, উত্তেজনা আরজিকরে

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার সকালে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ের চার তলার সেমিনার হল থেকে এক তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে তাঁকে। এই নিয়ে হাসপাতালের ভিতরে বিক্ষোভ দেখায় জুনিয়র ডাক্তারেরা। চার তলার যে সেমিনার হলে চিকিৎসকের দেহ রাখা রয়েছে, সেখানে জড়ো হন ডাক্তারি পড়ুয়ারা। মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষও সেখানে উপস্থিত হন। তবে তরুণীর মৃত্যুকে ঘিরে যে অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে কর্তৃপক্ষ মন্তব্য করতে চাননি। হাসপাতালের সুপার বলেন, ''পুলিশকে তদন্ত ভার দেওয়া হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে তদন্ত হবে। চিকিৎসকের দেহের ময়নাতদন্ত হবে। সেই ময়নাতদন্ত করার ভিডিয়োগ্রাফি করা হবে। একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে ১১ সদস্যের। আমরাও চাই, সত্য প্রকাশ্যে আসুক।'' তাঁর কথায়, ''এই ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। পুলিশ রয়েছে, ফরেনসিক দল রয়েছে। তদন্ত চলছে। মন্তব্য করা যাবে না। তদন্ত চলছে।'' এ দিকে ছাত্রীর মৃত্যুর প্রতিবাদে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। হাসপাতালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।
বিচারবিভাগীয় তদন্ত-সহ একাধিক দাবি জানিয়েছেন। যত ক্ষণ কমিটি তৈরি এবং অন্য দাবি না মিটছে, তত ক্ষণ কর্মবিরতি চলবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন,রেসিডেন্ট ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের। সংগঠনের সদস্য আরিফ আহমেদ লস্কর বলেন, ''ঘটনাটি সেমিনার রুমে হয়েছে, যা খুব সন্দেহজনক। তবে মন্তব্য করব না। তদন্ত চলছে।'' আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে তদন্ত হবে। জানিয়ে দিয়েছেন আরজি কর হাসপাতালের সুপার সঞ্জয় বশিষ্ঠ। তার দাবি, সত্য প্রকাশ্যে আসুক। অন্যদিকে, ছাত্রীর মৃত্যুর প্রতিবাদে শুক্রবার কর্মবিরতির ডাক দেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। বিচারবিভাগীয় তদন্ত-সহ একাধিক দাবি তুলেছেন তারা। তারা জানিয়েছেন, এই দাবি না মেটা পর্যন্ত চলবে কর্মবিরতি। যতক্ষণ কর্মবিরতি চলবে, তত ক্ষণ হাসপাতালের জরুরি বিভাগেই শুধু মিলবে পরিষেবা। খবর পেয়ে শুক্রবার দুপুরে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। তিনি জানিয়েছেন, তদন্ত চলছে। হাসপাতালে যান স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। হাসপাতালে দুপুর থেকে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখায় এআইডিএসও।

ওয়াকফ বিল: যৌথ সংসদীয় কমিটিতে নাদিম, কল্যাণ

রাখা হল ওয়াইসিকেও

আপনজন ডেস্ক: বিতর্কিত ওয়াকফ বোর্ড সংশোধনী বিল খতিয়ে দেখতে শুক্রবার বাজেট অধিবেশনের শেষ দিনে ৩১ সদস্যের একটি যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু উভয় সভায় কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেছেন।
লোকসভায় এই কমিটিতে রয়েছেন বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পাল, নিশিকান্ত দুবে এবং দিলীপ শইকিয়া, আইএনডিআইএ জোটের গৌরব গগৈ (আইএনসি), কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল কংগ্রেস) এবং এ রাজা (ডিএমকে)।
রাজ্যসভার এই কমিটিতে রয়েছেন বিজেপির রাধামোহন দাস আগরওয়াল, গুলাম আলি, কংগ্রেসের সৈয়দ নাসির হুসেন, ওয়াইএসআরসিপির ওয়াই বিজয়সাই রেড্ডি এবং আপের সঞ্জয় সিং। বৃহস্পতিবার লোকসভায় বিলটি পেশ করার সময় বেশ কয়েকজন বিরোধী সদস্য এর বিরোধিতা করেন এবং সরকারকে বৃহত্তর আলোচনার জন্য আইনটি পাঠানোর আহ্বান জানান। বিল পেশ করার সময় রিজিজু বলেন, ওয়াকফ বোর্ড মাফিয়াদের দখলে গিয়েছে।
বিজেপির শরিকরাও মনে করছে, বিলটি খতিয়ে দেখা উচিত। শরিকরা সংসদে বিলটিকে সমর্থন করলেও পর্দার আড়ালে তারা সরকারকে বৃহত্তর আলোচনা না করে আইনটি পাস না করার আহ্বান জানিয়েছিল। লোক জনশক্তি পার্টি বিজেপির একমাত্র শরিক যারা বিলটি একটি কমিটিতে পাঠানোর দাবি জানিয়েছিল, অন্যদিকে জেডিইউ চেয়েছিল আইনটি কার্যকর করা হোক। ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগের চারজন সাংসদ থাকলেও কমিটিতে তাদের কোনও প্রতিনিধিত্ব নেই বলে অভিযোগ তুলেছেন দলের সাংসদ ইটি মহম্মদ বশির।

শাহী ঈদগাহ মসজিদে সমীক্ষার স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশের মথুরার কৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দির সংলগ্ন শাহী ঈদগাহ মসজিদে এক অ্যাডভোকেট কমিশনার দ্বারা সমীক্ষা করার উপর শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট তার স্থগিতাদেশের মেয়াদ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়েছে। বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে এই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আবেদন বিবেচনা করার আবেদন জানান আইনজীবী বিষ্ণুশঙ্কর জৈন। গত ১ আগস্ট এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের উল্লেখ করে জৈন বলেন, সুপ্রিম কোর্টে মুসলিম পক্ষের আবেদন অকার্যকর হয়েছে। তবে ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, নভেম্বরে এই মামলার শুনানি হবে। বেঞ্চ বলেছে যে বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত যুক্তিতর্ক প্রয়োজন এবং এই মাসের শুরুতে হাইকোর্টের জারি করা একটি সম্পর্কিত আদেশও খতিয়ে দেখতে হবে। ২০২৪ সালের ১ আগস্ট হাইকোর্ট বলেছিল শাহী ঈদগাহ বিতর্কে ১৮টি মামলার একসঙ্গে বিচার চলতে পারে। মামলার বিষয় গঠনের জন্য গত ১২ আগস্ট দিন ধার্য করে হাইকোর্ট।

ইউনুসসহ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের শুভ কামনা মমতার

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে অভিনন্দন ও শুভকামনা জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এই অভিনন্দন বার্তা জানান তিনি। মমতা পোস্টে লিখেছেন, 'অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুসসহ বাংলাদেশে যাঁরা কার্যভার গ্রহণ করেছেন, তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা রইল। আশা করি, তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরও উন্নত হবে।' পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আরও লিখেছেন, 'বাংলাদেশের উন্নতি, শান্তি, প্রগতি ও সর্বস্তরের মানুষের আরও ভালো হোক - এই কামনা করি। ওখানকার ছাত্র, যুব, শ্রমিক, কৃষক, মহিলা থেকে শুরু করে সকলের প্রতি আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল।'
মমতা পোস্টে আশা প্রকাশ করেন, 'আশা করি, খুব শিগগিরই সংকট কেটে যাবে, শান্তি ফিরে আসবে। শান্তি ফিরে আসুক তোমার-আমার এই ভালোবাসার ভুবনে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভালো থাকলে, আমরাও ভালো থাকব।'

প্রথম নজর

যুব কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন চাপড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শুক্রবার ভারতীয় যুব কংগ্রেস এর ৬৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী পালন করা হলো নদীয়া জেলার চাপড়া বিধানসভা এলাকার ব্লক কংগ্রেস ভবনে। উক্ত কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন চাপড়া ভূমি পুত্র পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেস কমিটির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র আসিফ খান।তিনি বলেন আজকের দিনটা ভারতের প্রত্যেক যুব সম্প্রদায়ের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং এই দিনটা স্বরণীয় রাখার জন্য আমরা দলীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি নতুন বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী পালন করলাম এলাকার বিভিন্ন জায়গায়। উক্ত কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন চাপড়া বিধানসভার জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব সেরিনা খান,ঝরণা মন্ডল,নাসিম আহমেদ, ইমরান সর্দার,আব্দুল হামিদ মন্ডল, ইয়ামিন বিশ্বাস, জিন্দার আলি সেখ সহ স্থানীয় নেতৃত্ব।

মধ্যমগ্রামে বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালিত

মনিরুজ্জামান ● মধ্যমগ্রাম

আপনজন: বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে শুক্রবার রাজ্য সরকার ঝাড়গ্রামের ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।ঝাড়গ্রামে যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং উপস্থিতিতে বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপিত হচ্ছে ঠিক তখনই রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলাতেও জেলাস্তরের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামের নজরুল শতবার্ষিকী মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো এই জেলার জেলাস্তরের বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠান।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ,জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী,জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি,কর্মাধ্যক্ষ জাহানারা বিবি,জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক পল্লব পালসহ বিশিষ্টজনেরা।

নাদনঘাটের কিছু অংশ এখনো জলমগ্ন

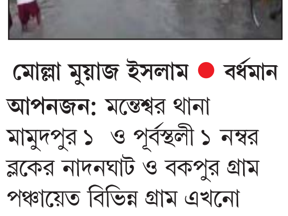

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: মন্তেশ্বর থানা মামুদপুর ১ ও পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নাদনঘাট ও বকপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বিভিন্ন গ্রাম এখনো জলমগ্ন। মামুদপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বন্ধূ পুর, গড় সোনাডাঙ্গা এলাকায় পাকা রাস্তার উপরে প্রায় তিন ফুট উপরে বইছে জল। যাত্রী বোঝায় বাস সহ অন্যান্য যানবাহন চলাচল করছে অনেক বিপদ জনকভাবে। সেই সঙ্গে জলমগ্ন এলাকাগুলো মানুষ যাতায়াত করছেন ট্রলার ও নৌকার মাধ্যমে জানালেন এলাকাবাসীরা।

গভীর রাতে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় ভেঙে পড়ল মাটির বাড়ি

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: ঘুমন্ত অবস্থায় মাটির ঘর ভেঙে বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল পরিবারের লোকজন। গত বুধবার রাত্রি একটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের বিড়লচৌকি গ্রামে। শুক্রবার খবরটি প্রকাশ্যে আসে।পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ভয়াবহ ওই রাতে বিড়লচৌকি গ্রামের মোঃ নঈম উদ্দিন বাড়ির কর্তা সহ তার পরিবারের সদস্যরা মাটির দোতলা টিনের বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। ঐদিন ঘুমন্ত অবস্থায় মধ্যরাতে বাড়িটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে পড়ে। মধ্যরাতে ঘর ভাঙ্গার বিকট আওয়াজ শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন।

সেই সঙ্গে প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে এসে ভেঙে যাওয়া মাটির ঘরের ভিতর থেকে চারজন সদস্যকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন। ফলে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পান ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের চার সদস্য। স্থানীয়দের অনুমান কয়েক দিনের টানা দিনের বৃষ্টির ফলে জল জমে মাটির ভিত নষ্ট হয়ে বসত ঘর পড়ে গেছে। তবে পরিবারের সদস্যদের কারো কোন আঘাত না হলেও মৃত্যুর হাতছানির আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা। ক্ষতিগ্রস্ত ওই পরিবারের কর্তা মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন সাংসারিক আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী সহ কয়েক লক্ষ্য টাকার ক্ষতি হয়েছে। হুড়মুড়িয়ে ঘর ভেঙ্গে মাটির চাপে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে সাংসারিক আসবাবপত্র। ইতিমধ্যে ব্লক প্রশাসনের কাছে সরকারি ভাবে বাড়ি নির্মাণের সাহাজ্যের আবেদন জানানো হয়েছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।

তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপির মণ্ডল নেতা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সদ্য লোকসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশ হতেই বিজেপির সঙ্গ ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান পর্ব অব্যাহত। অনুরূপ শুক্রবার বীরভূম জেলার দুবরাজপুর বিধানসভার মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীরাম ডোম বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে। শ্রীরাম ডোম বলেন বিজেপিতে থেকে মানুষের জন্য কাজ করতে পারছিলাম না তাই মমতা ব্যানার্জীর উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল হতেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান।সদ্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানকারী শ্রীরাম ডোমের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কোর কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক শ্যামল কুমার গায়েন এবং সদস্য উজ্জ্বল হক কাদেরী ও কাঞ্চন দে। এছাড়াও ছিলেন তৃণমূল ব্লক নেতৃত্ব সেখ জয়নাল, ব্লক মহিলা তৃণমূল নেতৃত্ব কেনিজ রাশেদ, সত্যম গোপ প্রমুখ নেতৃত্ব।

উল্লেখ্য শ্রীরাম ডোম পার্শুন্ডী, বাবুইজোড় ও বড়রা অঞ্চল নিয়ে গঠিত বিজেপির এ মন্ডলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। ইতিপূর্বে পার্শুন্ডী অঞ্চল বিজেপির সভাপতি অশোক বাউরিও তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানকারী উভয়ের দাবি যে তাদের সাথে ১৫০ টি পরিবার রয়েছে।বিজেপি ছেড়ে একের পর এক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করার প্রেক্ষিতে এলাকায় বিজেপির সংগঠনে ধ্বস নামতে শুরু হয়েছে বলে এলাকায় গুঞ্জন।

জুনিয়র ডাক্তারের মৃত্যুর তদন্ত চায় আইএসএফ

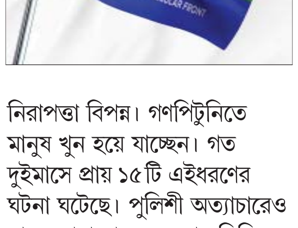

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতার আরজি কর হাসপাতালের ইমারজেন্সি ভবনের চারতলার সেমিনার রুমে এক তরুণী চিকিৎসকের কর্তব্যরত অবস্থায় রহস্যজনক মৃত্যু দেখিয়ে দিচ্ছে আমাদের রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা কি বিপর্যয়কর অবস্থায় রয়েছে। রাত দুটোয় তিনি ঐ রুমে বিশ্রাম নিতে গিয়েছিলেন। সকালে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর দেহে বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এইরকম একটি মর্মান্তিক, বর্বরোচিত ঘটনা কলকাতার একটি নামকরা হাসপাতালের মধ্যে কিভাবে ঘটল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল আইএসএফ। আইএসএফ এই ঘটানর তদন্ত দাবি করে এক বিবৃতিতে বলেছে, কলকাতা শহরের মধ্যে একটি হাসপাতালের কর্মরত জুনিয়র ডাক্তারেরর এভাবে মৃত্যু আইনশঙ্খলার অবনতির উজ্জ্বল প্রমাণ। রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিশেষ করে মহিলাদের নিরাপত্তা বিপন্ন। গণপিটুনিতে মানুষ খুন হয়ে যাচ্ছেন। গত দুইমাসে প্রায় ১৫টি এইধরণের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশী অত্যাচারেও মানুষ মারা যাচ্ছেন। আবু সিদ্দিক হালদার, আমাদের একজন একনিষ্ঠ কর্মী, তাকে মিথ্যা অজুহাতে থানায় তুলে নিয়ে বর্বরোচিত অত্যাচার করা হল। তার জেরে মারা গেলেন আবু সিদ্দিক। এই প্রতিটি খুনের সুবিচার চাই। আজ কলকাতার বুকে একটি সরকারী হাসপাতালের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল তারও সুবিচার চাই। আমরা এর কঠোর ভাষায় ধিক্কার জানাচ্ছি। বিচারবিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

দুটি রান্নাঘর, তবু শ্রেণি কক্ষের মধ্যে হচ্ছে মিড ডে মিলের রান্না

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: স্কুলে দুইটি রান্নাঘর থাকা সত্ত্বেও শ্রেণি কক্ষের মধ্যে হচ্ছে মিড ডে মিলের রান্না ও খাওয়া। অপরদিকে রান্নাঘর দুটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ।একটি রান্নাঘর এলাকার নেশাখোরদের আড্ডার জায়গা হয়ে উঠেছে অপর একটি রান্নাঘর পোকামাকড়দের আশ্রয় স্থল হয়ে উঠেছে বলে জানান স্থানীয়রা।রান্নাঘর দুটি মেরামত করার কোনো উদ্যোগ নেই প্রশাসনের বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাঁধুনিরা।হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের মহেন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের চিত্র।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,দীর্ঘ দশ বছর ধরে রান্নাঘর দুটি বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে।এর পরিবর্তে একটি শ্রেণি কক্ষকে মিড ডে মিলের রান্নাঘর হিসেবে ব্যবহার করছে এবং অপর একটি শ্রেণি কক্ষকে ডাইনিং রুম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।যদিও স্কুলের ভার প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মহম্মদ হোসেন বলেন,একটি রান্নাঘর ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে এবং অপর একটি রান্নাঘরের দরজা বন্ধ রয়েছে।তাই ব্লক প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে একটি শ্রেণি কক্ষকে রান্নাঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।মিড ডে মিল রান্নার রাঁধুনিরা অভিযোগ করে বলেন,আমরা রান্না করার জন্য তিনটি দলের মোট ৩০ জন রাঁধুনি রয়েছি।পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীদের জন্য রান্না করতে হয়।একটি শ্রেণি কক্ষের মধ্যে একসঙ্গে এতজন রাঁধুনি রান্না করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছে।স্কুলের এক কোনে রান্নাঘর থাকায় স্কুলের ভিতর থেকে জল নিয়ে আসতে হয়।যা খুব কষ্টসাধ্য।একটি মাত্র গ্যাস সিলিন্ডারে তিনটি দলকে রান্না করতে হয়।যা রান্না করতে গিয়ে যথেষ্ট সময় লেগে যায়।তারা আরো বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে বলেন, রান্না করার সময় বারান্দার দরজায় তালা মেরে দেন স্কুল শিক্ষকরা।কোনো রকম গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে বিস্ফোরণ ঘটলে আমাদের বার হবার কোনো পথ নেই।রান্নাঘরের মধ্যেই পুড়ে মরতে হবে। অপরদিকে একটি রান্নাঘরের মধ্যে একসঙ্গে চারটি শ্রেণিকে একসাথে বসিয়ে খাওয়ানো সম্ভব হচ্ছে না।হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মন্ডল বলেন,কেন রান্নাঘর দুটি বন্ধ রাখা হয়েছে তা আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।

আন্ডারপাশের দাবিতে সংসদে সরব আজাদ

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসির ভাসাপুল এর আন্ডারপাস নির্মাণ করার জন্য সংসদ ভবনে এলাকার মানুষের দাবীকে তুলে ধরলেন বর্ধমান দূর্গাপুর লোকসভার সাংসদ কীর্তি আজাদ। তিনি লোকসভার স্পীকার ওম বিড়লা কাছে ওই আন্ডারপাশের গুরুত্বর কথা তুলে ধরেন। এর আগেও তিনি বিষয়টি নিয়ে সড়ক পরিবহন মন্ত্রীর সাথে একপ্রস্থ আলোচনা করেছিলেন। সংসদ ভবনে তার কথার উত্তরে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবর্তন মন্ত্রী নীতিন গড়করি বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দেন। উল্লেখ্য, গত জুলাই মাসের ১৬ তারিখে সাংসদ কীর্তি আজাদ ভাসাপুলে আসেন। এলাকার চাষিদের দুর্দশা ও কষ্ট উপলব্ধি করেন। সেখানেই তিনি এলাকার চাষিদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এলাকাবাসী সেখ নজরুল বলেন, আমরা সব জায়গায় জানিয়ে ছিলাম। বহুবার রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলন করেছি। অবশেষে মাননীয় এমপি কীর্তি আজাদ এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন। এলাকার সাধারন মানুষ হিসাবে এটাই আমাদের প্রাপ্তি যে আমাদের এমপি আমাদের দুঃখ যন্ত্রনা বুঝতে পেরেছে। ভাসাপুলে আন্ডারপাশ তৈরির দাবীতে বেশ কয়েকবার আন্দোলন করেছিলেন এলাকার মানুষ। যেখানে এলাকার স্কুল পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করেছিল। এরমধ্যেই লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়। নির্বাচনে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ। তিনি জেতার পরই মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিস গুলির গুরুত্ব দেওয়া শুরু করেন। মানুষের আন্দোলন ও আন্ডারপাশের গুরুত্বর কথা বুঝতে পেরে ঘটনাস্থলে কীর্তি আজাদ। এরপরই তার প্রতিনিধি সহ একটি প্রশাসনিক টিম এসে এলাকা পরিদর্শন করেন। এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। মানুষের দাবীর মুল্য দিতে সংসদ ভবনে আন্ডারপাশের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তার কাজে খুশি এলাকার মানুষ।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুতে শোক মিছিল বাঁকুড়ায়

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সিপিআইএম রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রয়াত। ৮০ বছর বয়সে বৃহস্পতিবার কলকাতার পাম অ্যাভিনিউ এর বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিকেলে দলের প্রয়াত নেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মরণে দলীয় পতাকা অর্দ্ধনমিত রেখে বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ার কোতুলপুরে শোক মিছিলে পথ হাঁটলেন সিপিআইএম নেতা কর্মীরা। এদিন দলের স্থানীয় কার্যালয় থেকে মিছিল শুরু হয়ে নেতাজী মোড়-সব্জী বাজার ঘুরে সিপিআইএম কার্যালয়েই মিছিল শেষ হয়।

উপস্থিত সিপিআইএম বাঁকুড়া জেলা কমিটির সদস্য আশীষ ঘোষ বলেন, গরীব খেটে খাওয়া মানুষের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বর্তমান রাজ্য সরকার একাধিকবার বুদ্ধ বাবু ও তাঁর সহযোগীদের কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করলেও সফল হননি। আগামী কাল কলকাতায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শেষ যাত্রায় তাঁরা উপস্থিত থাকবেন বলেও তিনি জানান।

যুব কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: জাতীয় যুব কংগ্রেসের ৬৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক অনন্য উদযাপনের সাক্ষী হলো উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘী বিধানসভা। শুক্রবার, দোমোহনা জাতীয় কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে দলের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে রাজ্য কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলী ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর কংগ্রেসের শক্তি ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেন। এই অনুষ্ঠানে যুব কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য যুব কংগ্রেসের সম্পাদক শাহিন নায়াজ, করণদিঘী ব্লক যুব কংগ্রেসের সভাপতি সারোয়ার আলম, এবং জেলা যুব কংগ্রেসের সম্পাদক মতিউর রহমান।

এ প্রসঙ্গে ভিক্টর জানান, যুব কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে দলের আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মসূচি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, “জাতীয় কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য হল যুব সমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসা এবং দেশের সঠিক নেতৃত্ব তৈরি করা। আমরা একসাথে কাজ করে মানুষের সমস্যা সমাধান এবং গণতন্ত্রের সুরক্ষা নিশ্চিত করব।” ভিক্টর আরও বলেন যে যুব কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য হল দেশজুড়ে সংগঠনের ভিত্তি শক্তিশালী করা এবং যুব সমাজকে রাজনৈতিক সচেতন করে তোলা।

মামার খুনের বদলা নিতে দুষ্কৃতী তাণ্ডব

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● নরেন্দ্রপুর

আপনজন: এবার মামার খুনের বদলা নিতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলো বারুইপুর পুলিশ জেলার নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম বিশ্বজিৎ হালদার, ওরফে কৃষ্ণা(৩৪)। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড কার্তুজ।ধৃতকে শুক্রবার নরেন্দ্রপুর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত রবিবার গভীর রাতে সাত থেকে আট জন দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কয়েক টি বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ।এমনকি বাড়ির মহিলাদের কেও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এছাড়াও বেশ কয়েকটি গাড়িও ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

হরিহরপাড়ার এক নিখোঁজ শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: নিখোঁজ হরিহরপাড়ার এক শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার হল জঙ্গিপুর মর্গ থেকে। মৃত শ্রমিকের নাম আমজাদ সেখ। তার বাড়ি মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার চোয়া দক্ষিন পাঠানপাড়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়

মাস খানেক আগে মুম্বাইয়ে কাজে যায়। সেখানে এক ঠিকাদারের কাছে কাজের বকেয়া টাকা আনতেই গিয়েছিল । তারপর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এবং প্রাথমিক চিকিৎসার পর গত ৩১ শে জুলাই ট্রেনে চেপে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ২ রা আগস্ট কলকাতার সাতরাগাছি স্টেশনে নেমেই বাড়িতে ফোন করে জানাই। পরে সেখান থেকে শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে রওনাও দেয়। কিন্তু বাড়ি ফেরেনি সে। বাড়ি না ফিরতেই খোঁজ শুরু হয় আমজাদের। পরে হরিহরপাড়া থানায় নিখোঁজ ডাইরি করলে তার মোবাইলের সূত্র ধরে বেলডাঙ্গা এলাকায় লোকেশন দেখা যায়। সেখানে গিয়ে একটি জাইগা থেকে তার ব্যাগ পাওয়া গেলেও খোঁজ পাওয়া যায়নি তার। শুক্রবার নিখোঁজ ওই শ্রমিক আমজাদ সেখের মৃত দেহের খোঁজ পায় জঙ্গিপুর মর্গে । খবর পেতেই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবার পরিজনরা। মৃতদেহ ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর বাড়িতে ফিরতে কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার পরিজনরা। মৃতের পরিবারের দাবি তাকে খুন করা হয়েছে। সঠিক তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির দাবি জানান।

স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি, গঙ্গায় ঝাঁপ স্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাটপাড়া

আপনজন: পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা করে গঙ্গায় ঝাঁপ স্বামীর। শুক্রবার দুপুরে গঙ্গায় ঝাঁপ মারার পর তলিয়ে যায় স্বামী।ঘটনাস্থলে ভাটপাড়া থানার পুলিশ পৌঁছে তার খোঁজ শুরু করে।ভাটপাড়ার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের মাদ্রাল এলাকার বাসিন্দা সুমন পোদ্দার। বয়স ৩৮ । ভাটপাড়ার বলরাম সরকার ঘাটে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। পারিবার সূত্রে এমনটাই খবর।

বাসন্তীতে বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালিত

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: সুন্দরবনের বাসন্তীতে শুক্রবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হল বিশ্ব আদিবাসী দিবস। বাসন্তী বিডিও অফিস সংলগ্ন মাঠে বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল, অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ), বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, জেলা প্রকল্প উন্নয়ন আধিকারিক,ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রতীক সিং, বাসন্তী ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সঞ্জীব সরকার, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, সমাজ সেবী মন্টু গাজী, রাজা গাজী, শিক্ষারত্ন শিক্ষক নিমাই মালি সহ প্রমুখ। আদিবাসী নাচ, গান, আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। আদিবাসী শিল্পীদের ধামসা, মাদল, ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বোলপুর মহকুমা আদালতের নতুন বিল্ডিং

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শুক্রবার বোলপুর মহকুমা আদালতে সাত তলা বিশিষ্ট নতুন বিল্ডিং এ শুভ উদ্বোধন হলো। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় । বোলপুর মহকুমা আদালতে চত্বর ছোট থাকার জন্য বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে আইনজীবীদের। আইনজীবীরা জানান এই নতুন বিল্ডিং হওয়ায় অনেক সুবিধা হলো। এক ছাতার তলায় সমস্ত কাজ হবে নতুন মহকুমা আদালতের কক্ষে। এছাড়া পানীয় জল থেকে শুরু করে সমস্ত রকমের সুবিধা পাওয়া যাবে। আজ থেকে শুরু হয়ে গেল বোলপুর মহকুমা আদালতে নতুন বিল্ডিং এর আইনি কাজকর্ম। বোলপুর মহকুমা আদালতে আইনজীবীরা সকলে খুশি।

দামোদরের জলে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● গলসি

আপনজন: দামোদর নদীর জলে তলিয়ে যাওয়া বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করল বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। মৃতের নাম সেখ সোমসের। বয়স আনুমানিক ৬৪ বছর। তিনি গলসি থানার শিকারপুর এলাকার রসিকপুর গ্রামের বাসিন্দা। গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার বিকালে গোরুর খোঁজে নদী পার হয়ে মাঝের মানা গ্রামে যাচ্ছিলেন সামসের। ওই সময় আচমকা জলের তোড়ে তলিয়ে যান তিনি। তারপর থেকেই তার আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে গতকালই ঘটনাস্থলে আসে গলসি থানার পুলিশ। খবর যায় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরে। বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের উদ্দ্যোগে ডুবুরি নামিয়ে শুরু হয় খোঁজ। এদিন দুপুর নাগাদ ঘটনাস্থলে একটু দুরেই জলের নিচে থেকে তার নিথর দেহ উদ্ধার করে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। এমন ঘটনার জেরে এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গলসি থানার পুলিশ।

নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের বরণ মেমারির স্কুলে

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: মেমারি ভি এম ইনস্টিটিউশন ইউনিট ওয়ানের একাদশ শ্রেণীর নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান করা হয়। বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কপালে ফোটা, ফুল ও একটি করে কলম দিয়ে বরণ করে নেয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেমারি ১ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শতরূপা দাস। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সভাপতি আশীষ ঘোষ দস্তিদার, কমিটির সদস্য ডাঃ সেখ কুতুবউদ্দিন, মেমারি রসিক লাল স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষিকা, মেমারি বিদ্যাসাগর ভি এম ইনস্টিটিউশন ইউনিট ওয়ানের প্রধান শিক্ষক কেশব কুমার ঘোষাল সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

প্রথম নজর

ভেনেজুয়েলায় বন্ধ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলায় সদ্য সমাপ্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘিরে উত্তেজনা চলার মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স (সাবেক টুইটার) ১০ দিনের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। মাদুরো বলেন, ভেনেজুয়েলার টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা কোনাটেলের উপস্থাপন করা একটি প্রস্তাবনায় তিনি স্বাক্ষর করেছেন। প্রস্তাবনায় এক্সের কার্যক্রম ১০ দিনের জন্য বন্ধ রাখার কথা বলা হয়। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক বক্তব্যে মাদুরো এ কথা বলেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সকে কেন্দ্র করে মাদুরো ও ইলন মাস্ক অব্যাহতভাবে পরস্পরকে কটাক্ষ করছেন। প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে গাধার সঙ্গে তুলনা করেছেন ইলন মাস্ক। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে বিতর্কিত করতে ও বিক্ষোভের পেছনে ইলন মাস্ক ইন্ধন জোগাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন মাদুরো।

এক্সের ওপর সাময়িক এ নিষেধাজ্ঞা ভেনেজুয়েলায় আরেকটি বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার ওপর আঘাত। এর আগে মেটার মালিকানাধীন হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার না করার জন্য সমর্থকদের আহ্বান জানান মাদুরো। বিকল্প হিসেবে টেলিগ্রাম ও উইচ্যাট ব্যবহার করতে বলেন তিনি।

এ বিষয়ে হোয়াটসঅ্যাপ মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এক্স কর্তৃপক্ষও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

ভেনেজুয়েলায় গত ২৮ জুলাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন দেশটির জাতীয় নির্বাচন কাউন্সিল মাদুরোকে অনানুষ্ঠানিকভাবে জয়ী ঘোষণা করে। দাবি করা হয়, প্রায় ৫১ শতাংশ ভোট পেয়েছেন তিনি। তবে ভোটের পুঙ্খানুপুঙ্খ ফল প্রকাশ করেনি নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। এদিকে মাদুরোকে জয়ী ঘোষণা করার পরপরই লাতিন আমেরিকার দেশটিতে বিক্ষোভ শুরু হয়। বিরোধীরা এ নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তোলেন।

এরইমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অনেক পশ্চিমা দেশ এ নির্বাচনে মাদুরোর জয়কে প্রত্যাখ্যান করেছে।

সরকার পতনের ইঙ্গিত দিলেন কারাবন্দি ইমরান খান

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও রাজনৈতিক দল তেহরিক-ই-ইনসাফের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান বলেছেন, মুসলিম লীগ নওয়াজের নেতৃত্বাধীন সরকারের হাতে আর মাত্র দুই মাস ক্ষমতা রয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৮ আগস্ট) তিনি এই ভবিষৎদ্বাণী করেন। এছাড়া দলের কর্মীদের দেশজুড়ে সমাবেশের নির্দেশ দেন। যদিও সমাবেশের তারিখ এখনো ঠিক হয়নি।

এর আগে গত ৩০ জুলাই ইমরান খান জানিয়েছিলেন, তার দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) সেনাবাহিনীর সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত। প্রায় এক বছর ধরে কারাবন্দি ইমরান খান এক বিবৃতিতে বলেন, তার দল কখনোই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেনি। শুধু আর্মড ফোর্সের সমালোচনা করেছে।

তিনি বলেছিলেন, ২০২৩ সালের ৯ মের দাঙ্গার ঘটনায় যদি কোনো পিটিআই কর্মীর বিরুদ্ধে অপরাধ পাওয়া যায় তাহলে কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। সাবেক এই ক্রিকেট তারকা আরো বলেছিলেন, বর্তমান সরকার পিটিআই ও সেনাবাহিনীর মধ্যে ফাটল ধরিয়ে তার দলকে ধ্বংস করতে চায়।

যদিও এখন পর্যন্ত দেশটির সেনাবাহিনীর সঙ্গে ইমরান খানের দলের মধ্যে কোনো বৈঠক হয়নি। তাছাড়া সম্প্রতি জোটকে আরও বড় করার নির্দেশনা দেন ইমরান খান।

ইরাকে মেয়েদের বিয়ের বয়স ৯ বছর করার প্রস্তাব

আপনজন ডেস্ক: ইরাকের শিয়া ইসলামিক দলগুলোর পক্ষ থেকে বেশ কিছুদিন ধরেই সংসদে চাপ আসছিল বাল্যবিবাহকে বৈধতাদানের। এবার ইরাকের পার্লামেন্টে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ বছর থেকে কমিয়ে ৯ বছরে আনার প্রস্তাব আনা হয়েছে।

সংবাদ সংস্থা ‘মিডল ইস্ট আই’ জানিয়েছে, ইরাকে ১৯৫৯ সালের ব্যক্তিগত আইনের ১৮৮ নম্বর আইন সংশোধনের দাবি উঠেছে। এই আইন পাস করিয়েছিলেন আবদুল-করিম কাশিমের সরকার। কাশিম ছিলেন বামপন্থী। বেশ কিছু সংস্কারপন্থী আইন এনেছিলেন তিনি। মহিলাদের উন্নয়নের কথা ভেবেছিলেন তিনি। সে সময় পশ্চিম এশিয়ার অন্য কোনো দেশে এ ধরনের আইন ছিল না বলে দাবি করেছেন মহিলাদের অধিকার রক্ষাকর্মী সুহালিয়া আল আসাম। কাশিম সরকারের আইনে পুরুষ এবং মহিলাদের বিয়ের বয়স ধার্য করা হয়েছিল ১৮। পুরুষদের এক স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় বিয়েতেও বাধা ছিল সেই আইনে। মুসলিম নয়, এমন মহিলাকে বিয়ের ক্ষেত্রেও বাধা ছিল না। স্বামী আশ্রয় না দিলে তাকে অস্বীকার করার অধিকার মহিলাদের দিয়েছিল ১৯৫৯ সালে তৈরি সেই আইন। তবে বিচারক এবং পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকের সম্মতিতে ১৫ বছরেও বিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে সেই আইনে।

এবার কট্টরপন্থী শিয়া দলগুলো এই আইনের সংশোধন চাইছে। খসড়া বিলে বলা হয়েছে, দম্পতির মধ্যে মতানৈক্য হলে স্বামীর মতামতই মানতে হবে স্ত্রীকে। আদালতের পরিবর্তে স্বামী-স্ত্রীর বচসা নিয়ে শেষ কথা বলবে শিয়া এবং সুন্নি ধর্মের দফতর। আইনের সংশোধন হওয়ার পর ছয় মাসের মধ্যে তাতে অনুমোদন দিতে হবে শিয়া এবং সুন্নি নেতাদের। বিলে আরো বলা হয়েছে, ‘জাফারি আইন’ মেনে শিয়া আচরণবিধি তৈরি হবে। ষষ্ঠ শিয়া ইমাম জাফর আল সাদিক বিয়ে, বিচ্ছেদ, দত্তক, উত্তরাধিকার নিয়ে যা বলেছেন, তা মেনে চলতে হবে। ‘জাফারি আইন’এ মেয়েদের বিয়ের বয়স নয় বছর। ছেলেদের বিয়ের বয়স ১৫ বছর।

এই নিয়ে ইতিমধ্যেই দেশের নারী ও শিশু সুরক্ষা সংগঠনের পক্ষ থেকে বিরোধিতা করতে দেখা গেছে। এর ফলে, অল্প বয়সে গর্ভধারণ এবং পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধির উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। ইরাক উইমেনস নেটওয়ার্কের আমাল কাবাশিও বলেছেন, সংশোধনীটি একটি রক্ষণশীল সমাজে পারিবারিক ক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্যের জন্য বিশাল সুযোগ তৈরি করে দেবে।

নির্বাচনী প্রচারণায় জড়িত মার্কিন কর্মকর্তাদের টার্গেট করছে ইরানি হ্যাকাররা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে নির্বাচনি প্রচারণায় জড়িত কমকর্তাদের ইরানের হ্যাকাররা টার্গেট করেছে বলে দাবি করেছে বহুজাতিক মার্কিন প্রযুক্তি কোম্পানি মাইক্রোসফট।

শুক্রবার (৯ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছেন প্রতিষ্ঠানটির গবেষকরা। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জুনে নির্বাচনি প্রচারের কাজে নিয়োজিত এক ‘উচ্চ পদস্ত কর্মকর্তা’র অ্যাকাউন্টে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল ইরান সংশ্লিষ্ট হ্যাকাররা। কাউন্টি স্তরের এক মার্কিন কর্মকর্তার অ্যাকাউন্টে অনুপ্রবেশের কয়েক সপ্তাহ পর এই চেষ্টা করা হয় বলে জানান মাইক্রোসফ্ট গবেষকরা।

মাইক্রোসফটের একটি প্রতিবেদনে গবেষকরা বলেছেন, নভেম্বরের নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে ইরানি গোষ্ঠীগুলোর ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে হ্যাকিংয়ের প্রচেষ্টাগুলো চালানো হয়। তবে হ্যাকিং প্রচেষ্টার শিকার হওয়া সেসব ‘কর্মকর্তাদের’ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি তারা।

রয়টার্স বলছে, মাইক্রোসফট গবেষকদের ওই প্রতিবেদনটি ঊর্ধ্বতন মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের প্রকাশিত সাম্প্রতিক একটি বিবৃতিকে প্রতিফলিত করে। ওই বিবৃতিতে গোয়েন্দা কর্মকার্তারা জানান, তারা ইরানকে গোপন সামাজিক মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলোকে ব্যবহার করতে দেখেছে। ইরানি ওই হ্যাকাররা যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক বিভেদের বীজ বপনের চেষ্টার লক্ষ্যেই এই কাজ করেছে বলে দাবি তাদের।

এক বিবৃতিতে নিউইয়র্কে জাতিসংঘে ইরানের মিশন রয়টার্সকে বলেছে, তাদের সাইবার সক্ষমতা ‘প্রতিরক্ষামূলক ও তা মুখোমুখি হওয়া হুমকির আনুপাতিক।’ তাদের সাইবার হামলা চালানোর কোনও পরিকল্পনা নেই বলেও জানান ইরানি মিশন।

মাইক্রোসফ্ট রিপোর্টে ইরানের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের জবাবে মিশনটি বলে, ‘মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিতান্তই একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়। এ ধরনের বিষয়ে ইরান হস্তক্ষেপ করে না।’

মাইক্রোসফটের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) গোয়েন্দা ইউনিট পরিচালিত একটি দল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনি প্রচারের এক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাকে একটি স্পিয়ার ফিশিং (প্রতারণামূলক) ইমেল পাঠিয়েছিল’ এবং ‘আইআরজিসিতে প্রবেশের অনুমতি আছে এমন একটি গোষ্ঠী ন্যূনতম অ্যাকসেস আছে এমন একটি কাউন্টি স্তরের সরকারের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করেছিল।’

এই কার্যকলাপটিকে মার্কিন রাজনৈতিক প্রচারণা এবং মার্কিন সুইং স্টেটগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করার জন্য ইরানি গোষ্ঠীগুলোর বৃহত্তর চাপের অংশ বলে মনে করছেন মাইক্রোসফট গবেষকরা।

‘সুইং স্টেট’ হলো এমন সব অঙ্গরাজ্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সংখ্যাঘরিষ্ঠতার ভিত্তিতে যেগুলোতে ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকান উভয় দলই জয় লাভ করতে পারে।

ব্রিটেনে উগ্র-ডানপন্থীদের দাঙ্গা, গ্রেফতার ৪৮৩

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে গত কয়েক দিন ধরে চলমান উগ্র-ডানপন্থিদের দাঙ্গা থেকে এ পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছেন মোট ৪৮৩ জন। দেশটির পুলিশ কর্মকর্তাদের সংস্থা ন্যাশনাল পুলিশ চিফ’স কাউন্সিল (এনপিসিসি) জানিয়েছে, মোট ১৪৯টি মামলায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

গত ৩০ জুলাই ইংল্যান্ডের সাউথপোর্ট শহরে একটি নাচের কর্মশালায় ছুরি হামলা চালায় ১৭ বছর বয়সী এক কিশোর। ওই হামলায় নিহত হয় তিন শিশু। নিহতদের সবার বয়স ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে। অভিযুক্ত ওই কিশোরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে বয়স ১৮ বছর পূর্ণ না হওয়ায় তার নাম-পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে। এদিকে এই ঘটনার পরই দেশজুড়ে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে গ্রেফতার ওই কিশোর একজন মুসলিম এবং অভিবাসী। গুজব চাউর হওয়ার পর দাঙ্গা শুরু করে দেশটির কট্টর ডানপন্থি দল ইংলিশ ডিফেন্স লীগের সমর্থকরা। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এনপিসিসি জানিয়েছে, দাঙ্গাকারীদের হামলায় এ পর্যন্ত লন্ডনসহ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে আহত হয়েছেন মোট ১০৪ জন পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্য আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। এনপিসিসির মুখপাত্র এবং চিফ কনস্টেবল গ্যাভিন স্টিফেন্স বলেন, দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। লন্ডনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আমরা খুবই উদ্বেগজনক একটি সময় পার করছি। দাঙ্গাকারীরা প্রতিনিয়ত জনগণের মধ্যে বিভেদ উস্কে দিতে চাইছে। তবে সাধারণ জনগণকে ধন্যবাদ যে তারা পুলিশকে সহযোগিতা করছেন। তাদের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হতো। এনপিসিসির জনসংযোগ শাখার পরিচালক স্টিফেন পার্কিনসন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত পুলিশের তৎপরতা জারি থাকবে এবং আরও মামলা করার প্রস্তুতি এনপিসিসি নিচ্ছে।

সেপ্টেম্বরে ট্রাম্প-কমলা হ্যারিস বিতর্ক

আপনজন ডেস্ক: রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ডেমোক্রেটিক দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর। এতে করে প্রথমবারের মতো মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন দুই দলের প্রেসিডেন্ট। ফ্লোরিডার প্লাম বিচের বাসভবনে এক কনফারেন্সে ট্রাম্প বলেন, তিনি আরো দু’টি বিতর্কের আয়োজন করতে চান। আগামী ৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর ফক্স নিউজে কমলা হ্যারিসের সঙ্গে বিতর্কের কথা জানান ট্রাম্প।

এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে কমলা হ্যারিস বলেন, অবশেষে ট্রাম্প রাজি হওয়ার পর তার সঙ্গে ১০ সেপ্টেম্বরের বিতর্কে অংশ নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। এবিসি নেটওয়ার্ক জানিয়েছে, বিতর্কটি ওয়ার্ল্ড নিউজ টুনাইট অ্যাঙ্কর এবং ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ডেভিড মুয়ার ও এবিসি নিউজ লাইভ প্রাইম অ্যাঙ্কর লিনসে ডেভিস পরিচালনা করবেন। প্রসঙ্গত, গত মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে জো বাইডেন সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেওয়ার পর তার বিপরীতে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। এর আগে, গত ২৭ জুন সিএনএন টেলিভিশনে ট্রাম্প ও বাইডেনের মধ্যে এক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বিতর্কে ট্রাম্পের কাছে ধরাশায়ী হন বাইডেন। এরপর তার শারীরিক অসুস্থতার কারণে নির্বাচনী দৌড় থেকে সরে পড়েন। যা ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণের পথ খুলে দেয়। এ ঘটনার পরেই নতুন করে তার সঙ্গে বিতর্ক হতে চলেছে ট্রাম্পের। গতকাল বৃহস্পতিবার ইপসোসের প্রকাশ করা একটি জরিপে দেখা গেছে, জুলাইয়ের শেষ দিক থেকে কমলা জনসমর্থনের দিক থেকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাম্পের সঙ্গে ব্যবধান বাড়িয়েছেন। জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, কমলার প্রতি সমর্থন রয়েছে ৪২ শতাংশ ভোটারের। অন্যদিকে, ট্রাম্পের পক্ষে সমর্থন রয়েছে ৩৭ শতাংশের।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে জরুরি বৈঠক করার ডাক মধ্যস্থতাকারীর

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি ও জিম্মিদের হস্তান্তরের জন্য আগামী ১৫ আগস্ট হামাস-ইসরায়েলকে জরুরি বৈঠকে বসার আহ্বান জানিয়েছে উভয় পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী তিন দেশ যুক্তরাষ্ট্র, মিশর ও কাতার।

পাশাপাশি যেসব ইস্যুতে হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে বিরোধ রয়েছে, ১৫ আগস্টের বৈঠকে সেসব দূরত্ব মিটিয়ে ফেলার চূড়ান্ত আলোচনা করার আহ্বানও দু’পক্ষকে জানিয়েছেন দেশগুলো।

মধ্যস্থতাকারীদের এই আহ্বানকে স্বাগত জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তার দপ্তর থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এই বৈঠকের বিষয়ে বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত এই চুক্তির কাঠামো চূড়ান্ত কতে ইসরায়েলের প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

তবে হামাস থেকে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া আসেনি। বৃহস্পতিবার (৮ আগস্ট) মধ্যস্থতাকার তিন দেশের কর্মকর্তারা যেথ বিবৃতিতে বলেন, যুদ্ধবিরতি চুক্তির একটি কাঠামো গঠিত হয়েছে। তবে এর বিস্তারিত রূপ ও প্রয়োজনীয় শর্তগুলো এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। চুক্তিটি সম্পূর্ণ করতে হলে দুই পক্ষের আলোচনায় বসা প্রয়োজন।

তিন দেশের কর্মকর্তারা বলেন, চুক্তিটি সম্পূর্ণ করার জন্য আগামী ১৫ আগস্ট অবশ্যই দুই পক্ষকে জরুরিভিত্তিতে আলোচনায় বসতে হবে।

এখন আর অজুহাত তোলা বা দেরি করার মতো সময় নেই। এখন জিম্মিদের মুক্ত করার, যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার ও শান্তিচুক্তিতে পৌঁছানোর সময়। মিসরের রাজধানী কায়রো কিংবা কাতারের রাজধানী দোহায় এই বৈঠক হতে পারে।

গত ৭ অক্টোবর ইসলায়েলের ভূখণ্ডে হামাস যোদ্ধাদের অতর্কিত হামলার পর সেদিন রাত থেকেই গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী, যা এখনও চলছে। ইসরায়েলে হামাস যোদ্ধাদের হামলায় নিহত হয়েছিলেন ১ হাজার ২০০ জন মানুষ, সেই সঙ্গে ২৪০ জনকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে গিয়েছিলেন হামাস যোদ্ধারা। অন্যদিকে, ইসরায়েলি বাহিনীর গত ১০ মাসের অভিযানে গাজায় নিহত হয়েছেন ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষ। আহত হয়েছেন ১ লাখের ওপর এবং গাজা উপত্যকা সম্পূর্ণ ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৭ মি.

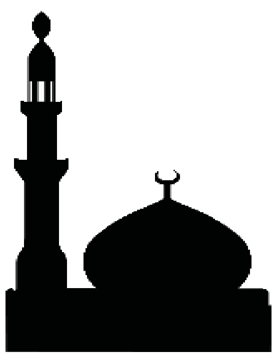

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪৬	৫.১১
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.১৭	
মাগরিব	৬.১৭	
এশা	৭.৩৩	
তাহাজ্জুদ	১১.০২	

ব্রাজিল ও নিকারাগুয়ার মধ্যে কূটনৈতিক উত্তেজনা, রাষ্ট্রদূত বহিষ্কার

আপনজন ডেস্ক: দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে তিক্ততার জের ধরে লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের দুই দেশ ব্রাজিল ও নিকারাগুয়া একে অপরের রাষ্ট্রদূত বহিষ্কার করেছে। বৃহস্পতিবার (৮ আগস্ট) ঘটা এ ঘটনার ফলে দেশ দুটির মধ্যে সম্পর্কে চলমান অস্বস্তি কূটনৈতিক বৈরিতায় রূপ নিয়েছে।

ব্রাজিলের কূটনৈতিক একটি সূত্র বলেছে, সম্প্রতি নিকারাগুয়ায় নিযুক্ত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূতের এক আচরণ দুই দেশের সম্পর্কের আগুনে ঘি ঢালে। নিকারাগুয়ার রাজধানী মানাগুয়ায় একটি সরকারি অনুষ্ঠানে অংশ না নেয়াকে কেন্দ্র করেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নিকারাগুয়ায় স্যান্ডিনিস্তা বিপ্লব স্মরণে গত ১৯ জুলাই এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। ওই বিপ্লবের মধ্য দিয়েই দেশটিতে ক্ষমতায় আসেন দানিয়েল ওরতেগা।

সূত্রটি জানায়, অনুষ্ঠানে শুধু ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত নন, আরো অনেক কূটনীতিক অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু নিকারাগুয়া সরকার ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূতকে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেয়। জবাবে ব্রাজিল সরকারও সেখানে নিযুক্ত নিকারাগুয়ার রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করে।

ইসরাইল গাজা যুদ্ধবিরতি আলোচনা আবারো শুরু করতে সম্মত: নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইল আগামী ১৫ আগস্ট গাজা যুদ্ধবিরতি আলোচনা পুনরায় শুরু করতে সম্মত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, কাতার এবং মিশরের মধ্যস্থতাকারীদের দাবির প্রেক্ষিতে তারা এ বিষয়ে আলোচনা করতে সম্মত হলো। নেতানিয়াহুর দফতর বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছে।

দেশটির প্রধানমন্ত্রীর দফতরের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘যুক্তরাষ্ট্র এবং মধ্যস্থতাকারীদের প্রস্তাবের পর ইসরাইল যুদ্ধবিরতি আলোচনা পুনরায় শুরু করতে আগামী ১৫ আগস্ট আলোচকদের একটি প্রতিনিধি দল পাঠাবে। যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিষয় আলোচনা করতে সম্মত হওয়ার পর তারা এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করলো।

NAME CHANGE

I, MOMOTAJ BEGUM, W/o GOLAM MAHAMMAD KHAN, residing at Vill. Khoder Bazar, P.O. & P.S. – Baruipur, Dist. – South 24 Parganas, Pin – 700144 as per AADHAR Card No. 3149 8282 5047. That inadvertently my name has been wrongly recorded in my Passport being no. L5351318 as MAMTAZ BEGUM in place of MOMOTAJ BEGUM. Do hereby solemnly affirmed and declared by Affidavit no. 5725 before LD. J.M(1ST Cass), Baruipur on 05.08.2024 That “MOMOTAJ BEGUM” & “MAMTAZ BEGUM” is self-same and one identical person and having no difference at all.

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২১৬ সংখ্যা, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩১, ৪ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

দুর্নীতির বোঝা

বিশ্বে এমন কোনো দেশ নাই, যেইখানে দুর্নীতির চর্চা নাই। পার্থক্য এই যে কম আর বেশি। পৃথিবীতে বিলিয়ন-ট্রিলিয়ন অর্থের দুর্নীতি চলিতেছে। এই দুর্নীতির বোঝা শেষ পর্যন্ত জনগণের কাঁধেই চাপে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমজনতা তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহারা দেশের জিডিপি ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হারটি অনেক সময় খালি চোখে দেখিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া তাহারা ভাবিতে পারে যে, দেশে কোনো দুর্নীতি নাই। কেননা সিস্টেম লস, অনিয়ম, অদক্ষতা, অবহেলা, অব্যবস্থাপনাসহ নানাভাবে যেই দুর্নীতি হইতেছে, তাহা আবার সরকারই পরিশোধ করিতেছে। ভ্যাট-ট্যাক্স ও জরুরি সেবামূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার সেই টাকাটা জনগণের নিকট হইতে তুলিয়া লইতেছে। এইভাবে জনগণের অজান্তেই দুর্নীতির টাকা বাবদ জনগণেরই পকেট কাটা যাইতেছে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের করদাতাদের মধ্যে এই ব্যাপারে কোনো সচেতনতা বা ভাবান্তর নাই। লুঙ্গিপরা, ছিঁড়া কাপড় পরা, ভুখা-নাঙা অর্থাৎ নিত্যন্ত গরিব মানুষও কোনো না কোনোভাবে সেই টাকা পরিশোধ করিতেছে।

দেখা যায়, উন্নয়নশীল দেশে দুর্নীতির জন্য সরকারকে সর্বদা দায়ী করে কিছু বিরোধী রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি প্রমুখ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তাহারা তো দুর্নীতির কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে না। বরং দুর্নীতি লইয়া স্টাডি করিয়া বা আন্দোলন করিয়া কোনো না কোনোভাবে লাভবান হইতেছে। ইহাতে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে আমজনতা। প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিশ্ব যাহাই বলি না কেন, সর্বত্র এ কথাই প্রযোজ্য। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে আমজনতাকে নির্লিপ্ত থাকিতে দেখা যায়। যেমন—কোনো একটি গ্রামে রাস্তা নির্মাণের সময় প্রায়শই খবর প্রকাশিত হয় যে, কাজ না করিয়াই বিল উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে। ইহার পর কাজ শেষ না করিয়া সেই রাস্তা পড়িয়া থাকে বত্সরের পর বত্সর। এইভাবে বিভিন্ন প্রজেক্টে পুকুর চুরির খবর আমাদের অজানা নহে। ‘সরকারি মাল দরিয়ামে ঢাল’ প্রবাদ বাক্যের মতো নানাভাবে সরকারি অর্থ নয়ছয় ও অপব্যয়-অপচয় করা হয়। ইহাতে ঠিকাদার, ইঞ্জিনিয়ার এমনকি জনপ্রতিনিধি হইতে শুরু করিয়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি কি ক্ষতিগ্রস্ত হন? মোটেও নহে। বরং তাহারা যোগসাজশ করিয়া জনগণের ট্যাক্সের অর্থ মারিয়া দেন। বিদেশি ঋণে কোনো প্রকল্প পরিচালিত হইলেও শেষ পর্যন্ত সেই ঋণ পরিশোধের দায় চাপে জনগণের ঘাড়ে। এই যে দুর্নীতির কারণে একটি নির্দিষ্ট এলাকার সাধারণ মানুষ উন্নয়ন হইতে বঞ্চিত হইল, তাহাদের পকেট কাটা হইল, কিন্তু ইহাতেও দেখা যায় তাহারা নির্লিপ্ত! চোখের সম্মুখে অনিয়ম হইতে দেখিয়াও তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো বাদ-প্রতিবাদ করে না।

অবশ্য উন্নত দেশের ক্ষেত্রে ইহা ব্যতিক্রম। সেখানকার জনগণের প্রধান পরিচয় হইল তাহারা ‘ট্যাক্সপেয়ার’। তাহাদের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সমীহ করিয়া চলেন। জনগণের এই উন্নত গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা ও সচেতনতার কারণে সেইখানে তুলনামূলকভাবে দুর্নীতি ও অনিয়ম কম। কেননা সেখানে সকল কিছুর জন্য প্রশ্ন তোলা মাত্র কৈফিয়ত দিতে হয়। কিন্তু গরিব ও অনুন্নত দেশের মানুষ উলটা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তোয়াজ করিয়া থাকে। তাহারা ডাইরেক্ট-ইনডাইরেক্ট নানা প্রকার ট্যাক্সের মাধ্যমে সরকারকে অর্থ জোগাইয়া থাকে বটে, কিন্তু সেই অর্থের জবাবদিহিতা চাহিবার ব্যাপারে তাহারা বেখেয়াল, উদাসীন। যত দিন এই সকল দেশের ট্যাক্সপেয়াররা সচেতন ও সজাগ না হইবে, তত দিন এই সকল দেশে দুর্নীতি বন্ধ হইবে না। তাহাদের ভাগ্যোন্নয়নও হইবে না কখনো। এই জন্য গণতান্ত্রিক দেশে শেষ বিচারে জনগণকেই দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হয়। জনপ্রতিনিধিকে দেওয়া মানপত্র অনুযায়ী যেই সকল উন্নয়নের দাবি তোলা হয় এবং ইশতেহার মোতাবেক যেই সকল উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাহা কড়ায়গন্ডায় আদায় করিতে জানিতে হয়।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

সারা জীবন ছোট একটি ফ্ল্যাটে থেকেছেন, সাধারণ জীবনযাপন করেছেন, সাধারণ খাবারদাবার খেয়েছেন এবং সাধারণের সঙ্গে মিশেছেন। শখ বলতে ছিল সিগারেট খাওয়া, সিনেমা দেখা আর বই পড়া। দক্ষিণ আমেরিকার সাহিত্যিকদের একাধিক বইয়ের অনুবাদও করেছিলেন। হয়তো এই সাধারণ জীবনযাপনের কারণেই বর্ষার কলকাতায় বুদ্ধদেবের প্রয়াণে আবেগে আপ্লুত হয়েছেন বামপন্থী কর্মীর পাশাপাশি সাধারণ মানুষও। লিখেছেন **শুভজিৎ বাগচী**।

বুদ্ধদেবের নেতৃত্বে ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের বিপুল জয় আসে। এককভাবে সিপিআইএম ২৯৪ আসনের মধ্যে ১৭৬টি আসন পায়, বামফ্রন্ট পায় ২৩৫ আসন। বিরোধীরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল ৩০ এবং কংগ্রেস ২১টি আসন। অনেকটা শেখ হাসিনার পতন যেমন ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের ছয় মাসের মধ্যেই শুরু হয়, বুদ্ধদেবেরও যেন প্রায় তা-ই। ২০০৬ সালের ১১ মে নির্বাচনে বিপুল জয়ের পরে ১৮ মে টাটা সংস্থার চেয়ারম্যান রতন টাটা পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার সিঙ্গুরে ছোট গাড়ি তৈরির কারখানা স্থাপনের ঘোষণা দেন।

পশ্চিমবঙ্গ ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ও সিপিআইএম দলের তরফে রাজ্যের শেষ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চলে গেলেন বৃহস্পতিবার। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তাঁর সমসাময়িক নেতাদের মধ্যে রয়ে গেলেন বুদ্ধদেবের থেকে বছর ছয়েকের বড় বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জন্ম কলকাতার এমন এক পরিবারে, যেখানে বামপন্থার হাওয়া ছিল তাঁর জন্মের অনেক আগে থেকেই। তাঁর চাচা ছিলেন বামপন্থী কবি ও লেখক সুকান্ত ভট্টাচার্য। তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নিয়ে পড়াশোনা শেষ করে কিছুদিন একটি স্কুলে পড়ান বুদ্ধদেব; কিন্তু সেটা কিছুদিনই। প্রায় সেই সময়ই ১৯৬৪ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (সিপিআই) ভেঙে সিপিআইএম (কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া-মার্ক্সিস্ট) গঠন করা হয়। এর দুই বছরের মধ্যে সিপিআইএমের সদস্যপদ নেন বুদ্ধদেব। সার্বক্ষণিক কর্মী হন ১৯৬৮ সালে। এরপর দলে দ্রুত উত্থান হয় তাঁর। ’৭১ সালে রাজ্য কমিটি, ’৮৪-তে কেন্দ্রীয় কমিটি হয়ে ২০০১ সালে সর্বোচ্চ পলিটব্যুরো সদস্য হন তিনি।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের পাশাপাশি ভারতের সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন বুদ্ধদেব। এ কারণে তিনি নির্বাচনেও দাঁড়ান এবং ১৯৭৭ সালে যে বছর বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসে, সেই বছরেই উত্তর কলকাতার কাশীপুর থেকে বিধানসভা নির্বাচনে যেতেন তিনি। এরপর ১৯৮৭ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত নির্বাচনে পরপর পাঁচবার জেতেন দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর আসন থেকে। মন্ত্রী হিসেবে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তর সামলানোর পরে পশ্চিমবঙ্গের সপ্তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জ্যোতি বসুর জায়গায় শপথ নেন ২০০০ সালের ৬ নভেম্বর। বুদ্ধদেবের নেতৃত্বে ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের বিপুল জয় আসে। এককভাবে সিপিআইএম ২৯৪ আসনের মধ্যে ১৭৬টি আসন পায়, বামফ্রন্ট পায় ২৩৫ আসন। বিরোধীরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল ৩০ এবং কংগ্রেস ২১টি আসন। অনেকটা শেখ হাসিনার পতন যেমন ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের ছয় মাসের মধ্যেই শুরু হয়, বুদ্ধদেবেরও যেন প্রায় তা-ই। ২০০৬ সালের ১১ মে নির্বাচনে বিপুল জয়ের পরে ১৮ মে টাটা সংস্থার চেয়ারম্যান রতন টাটা পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার সিঙ্গুরে ছোট গাড়ি তৈরির কারখানা স্থাপনের ঘোষণা দেন। ওই দিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন বুদ্ধদেব, যিনি কৃষির ওপর ভিত্তি করে শিল্পায়নের স্লোগানে সেবারে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেয়েছিলেন। এই শপথের এক সপ্তাহের মধ্যে সিঙ্গুরে শুরু হয় কৃষক আন্দোলন। গোড়ার দিকে সেই আন্দোলনের হাল ধরার মতো কোনো বড় নেতা-নেত্রী বা দল ছিল না। নির্বাচনে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর হতাশ হয়ে কিছুদিনের জন্য সে সময় অন্তরালে ছিলেন প্রধান বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়; কিন্তু ঠিক দুই মাস পর ২০০৬ সালের জুলাই মাসে মমতা বুঝতে পারেন যে সিঙ্গুরে কৃষিজমি অধিগ্রহণের আন্দোলন দানা বাঁধছে। রাতারাতি তিনি সেখানে চলে যান। জুলাইয়ের ১৮ তারিখে টাটার কারখানার জন্য চিহ্নিত জমিতে ধানের বীজ বপন করেন মমতা। সেখানে কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলন ধীরে ধীরে ব্যাপক আকার ধারণ করে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে উত্থান শুরু হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, আর ভাঙন শুরু হয় বামফ্রন্টের। অবশেষে ২০১১ সালের মে মাসে বামফ্রন্টকে হারিয়ে ক্ষমতায় আসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস জোট। এই হারের জন্য সিপিআইএমসহ পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের বড় অংশ প্রধানত দায়ী করেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে।

সত্যি কতটা দায়ী ছিলেন বুদ্ধদেব

বুদ্ধদেব যেটা চেয়েছিলেন, সেটা তিনি বারবার বলেছেন। নির্বাচনে হারার আগে এবং পরে একাধিক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন যে শুধু কৃষির ওপর ভিত্তি করে একটা জাতি, সমাজ বা দেশ এগোতে পারে না, প্রয়োজন শিল্পের ও শিল্পায়নের। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী উত্তর বা পশ্চিম ইউরোপ, চীন থেকে আমেরিকা কোথাও এই তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়নি। তাঁর এই বক্তব্য মেনেও নিয়েছিল তাঁর দল, রাজ্য ও দেশের মানুষ। বাংলা ও বাঙালিকে নতুন স্বপ্ন এবং আশা দেখিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে নানান বিশ্লেষনের মাধ্যমে বামপন্থী এবং অবামপন্থী পর্যবেক্ষক ও অর্থনীতিবিদেরা দেখিয়েছেন যে বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্য মহৎ থাকলেও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা ছিল। রাজ্যের সাবেক এক অর্থমন্ত্রী পরবর্তী সময়ে এই প্রতিবেদককে বলেন, ‘সে সময়ে টাটা কোম্পানিকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল যে তারা সিঙ্গুরের উর্বর জমি না নিয়ে যদি আরেকটু দূরে মেদিনীপুরের খড়গপুরে বা অন্য কোনো অঞ্চলে অনুর্বর জমি নেন, তাহলে তা দিতে সুবিধা হয়। এর কারণ উর্বর জমি মানুষ স্বাভাবিক কারণেই চট করে ছাড়তে চান না; কিন্তু এটা টাটাদের বোঝানো যায়নি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও বোঝাতে পারেননি।’ পরবর্তী সময়ে কৃষিজমি রক্ষার আরেকটি বড় আন্দোলন শুরু হয় দক্ষিণবঙ্গের নন্দীগ্রামে। বেশ কিছু মানুষ মারা যান এবং অব্যাহত থাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান। এসবের জেরেই বিদায় নিতে হয় বামফ্রন্টকে। তবে বামফ্রন্টের পতনের জন্য শুধুই কি দায়ী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য? এখন অনেকেই বলেন যে তা নয়।

২০১১ সালে পরাজয়ের আগে ৩৪ বছর ক্ষমতায় ছিল সিপিআইএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট। ভূমিসংস্কার আন্দোলন এবং আংশিকভাবে কৃষকদের মধ্যে জমির কাগজপত্র বণ্টনের পাশাপাশি একাধিক এমন কাজ বামফ্রন্ট করেছিল, যার ফল এখনো রাজ্যের মানুষ ভোগ করছেন। সে সময়ও দুর্নীতি থাকলেও এখনকার মতো ব্যাপক পরিমাণে ছিল না বলেও অনেকেই মনে করেন। কিন্তু বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে একটা বড় ধরনের প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া তৈরি হয়েছিল। বামফ্রন্টের ভেতরেই সে সময়ে এবং এখনো অনেকে মনে করেন, যে আদর্শের ওপরে ভিত্তি করে সিপিআইএম এবং বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছিল, সেই আদর্শগুলোকে পরবর্তী সময়ে বিশেষত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শাসনকালে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। যেমন বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলোকে শিল্পের স্বার্থে দুর্বল করা হয়েছে, শিল্পের স্বার্থেই জমি নেওয়ার প্রয়োজনে আঘাত করা হয়েছে কৃষক সংগঠনগুলোকে এবং সবচেয়ে বড় কথা—সংখ্যালঘু মুসলমানবিরোধী এমন মন্তব্য করা হয়েছে, যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ ভোট বামফ্রন্টের দিক থেকে রাতারাতি চলে গেছে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। এটা সম্ভবত সবচেয়ে বড় ধাক্কা ছিল। ২০০২ সালে কলকাতায় আমেরিকান সেন্টারের ওপর জঙ্গি হামলা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পরোক্ষভাবে মাদ্রাসার বিরুদ্ধে এমন কিছু মন্তব্য করেন, যে কথা আজও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা ভুলতে পারেননি।

বস্তুত সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে দেখা করে পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রসচিব তাঁদের উদ্বেগের কথা জানান। তৌহিদ হোসেন এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে কোনো রকম জঙ্গি কার্যকলাপে মদদ দেওয়া হয় না; কিন্তু ঘটনাটি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের বিপুলভাবে সিপিআইএম-বিরোধী করে তোলে। এর পরে আরও কয়েকটি ঘটনায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ব্যক্তিগত স্তরে মুসলমান সমাজের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে ওঠেন, যার সুবিধা নির্বাচনে পেয়ে যায় তৃণমূল কংগ্রেস। বুদ্ধদেবের কার্যকালে সিপিআইএম ও বামফ্রন্টের চূড়ান্ত সাফল্য যেমন এসেছে, তেমনই এসেছে ব্যর্থতা; কিন্তু একটা কথা কেউ কখনো তাঁর সম্পর্কে বলতে পারেননি যে তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত। তাঁর চরম বিরোধীরাও বারবার বলেছেন, ‘আর যা-ই বলা যাক, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রী বলা যাবে না।’

সারা জীবন ছোট একটি ফ্ল্যাটে থেকেছেন, সাধারণ জীবনযাপন করেছেন, সাধারণ খাবারদাবার খেয়েছেন এবং সাধারণের সঙ্গে মিশেছেন। শখ বলতে ছিল সিগারেট খাওয়া, সিনেমা দেখা আর বই পড়া। দক্ষিণ আমেরিকার সাহিত্যিকদের একাধিক বইয়ের অনুবাদও করেছিলেন। হয়তো এই সাধারণ জীবনযাপনের কারণেই বর্ষার কলকাতায় বুদ্ধদেবের প্রয়াণে আবেগে আপ্লুত হয়েছেন বামপন্থী কর্মীর পাশাপাশি সাধারণ মানুষও। শেষের দুটি শখ থাকলেও স্বাস্থ্যহানির কারণে সিগারেট ছাড়তে হয়েছিল বহু আগেই। ইদানীং আর সিনেমাও দেখতে পারতেন না, কার্যত তাঁর দ্বিতীয় অফিস নন্দনের সরকারি প্রেক্ষাগৃহেও যেতে পারতেন না। বই ও সংবাদপত্র পড়তেও অসুবিধা হতো। তবে রাজনীতিতে উৎসাহ হারাননি বলেই নির্বাচনের আগে এবং পরে পুরনো নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি নতুনদের সঙ্গেও দেখা করতেন। পরামর্শ দিতেন। বৃহস্পতিবার থেকে তা-ও আর দিতে পারবেন না পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

সৌ: প্র: আ:

আপাতত দিল্লিতে শেখ হাসিনা, ভারতের আশ্রয়প্রার্থী নীতি কী বলছে

বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্ভবত কিছু সময়ের জন্য ভারতে থাকবেন। কারণ, তাঁর যুক্তরাজ্য যাওয়ার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা রয়েছে। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এই তথ্য জানতে পেরেছে। সরকারের বিরুদ্ধে সহিংস বিক্ষোভের মুখে গত সোমবার (৫ আগস্ট) শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আসতে বাধ্য হন। শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর বোন আছেন। যুক্তরাজ্যে তাঁদের পরিবারের সদস্যরা থাকেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাজ্যে আশ্রয় চাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে যুক্তরাজ্যের অভিবাসনবিধি অনুসারে, একজন ব্যক্তি যুক্তরাজ্যে থাকলেই কেবল তাঁর আশ্রয়ের অনুরোধ বিবেচনায় নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে। তা ছাড়া যুক্তরাজ্যে যাওয়ার জন্য শেখ হাসিনার ভিসাও নেই।

অন্যদিকে আশ্রয়প্রার্থীর বিষয়ে সরকারি নীতি না থাকা সত্ত্বেও ভারত শেখ হাসিনাকে থাকতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আশ্রয়প্রার্থীদের সঙ্গে কী আচরণ করা উচিত, সেই প্রশ্ন অতীতেও উঠেছে। অতি সম্প্রতি, বিশেষ করে মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ভারতে প্রবেশের কারণে এই প্রশ্ন উঠেছে।

আশ্রয়প্রার্থী/শরণার্থী কে

১৯৫১ সালের জাতিসংঘের কনভেনশন ও ১৯৬৭ সালের প্রটোকল অনুযায়ী, শরণার্থী শব্দটি এমন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত, যিনি নিজ দেশের বাইরে অবস্থান করছেন এবং জাতিগত, ধর্মীয়, জাতীয়তা, একটি নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য বা রাজনৈতিক মতামতের জন্য নিপীড়নের বিশ্বাসযোগ্যে ভয়ের কারণে দেশে ফিরে যেতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক। রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিরাও এই অর্থে শরণার্থী হতে পারেন। জাতিসংঘ বলেছে, ২০১৭ সালে রাখাইন রাজ্যে মিয়ানমারের সামরিক দমন অভিযানের পর রোহিঙ্গাদের পলায়ন বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থী সংকট তৈরি করেছে। বাংলাদেশের কক্সবাজার এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থীশিবির। মিয়ানমারের দাবি, রোহিঙ্গারা, যাঁরা প্রধানত মুসলিম, তাঁরা বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ অভিবাসী। ভারতে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গার সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। এই রোহিঙ্গাদের বিষয়টি নিয়ে ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া অস্পষ্ট। ভারত সরকার জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনারকে (ইউএনএইচসিআর) যাচাই-বাছাই করা ও কয়েকজনকে পরিচয়পত্র দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। তবে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে দেশটির সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এই রোহিঙ্গাদের অবৈধ অভিবাসী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িক অপবাদ নিয়ে জনসাধারণ ও রাজনৈতিক বক্তব্য মিলিয়ে তাদের অবিলম্বে দেশ থেকে ‘বহিষ্কার’ করার দাবি উঠেছে।

ভারত ও জাতিসংঘের সনদ

ভারত অতীতে শরণার্থীদের স্বাগত জানিয়েছে। প্রায় ৩ লাখ লোককে শরণার্থী হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তিব্বতি, বাংলাদেশের চাকমা, আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার উদ্বাস্তুরা। কিন্তু ভারত ১৯৫১ সালের জাতিসংঘ সনদ বা ১৯৬৭ সালের প্রটোকলে স্বাক্ষরকারী দেশ নয়। ভারতের শরণার্থীনীতি বা শরণার্থী আইনও নেই। এই বিষয়টি শরণার্থী প্রশ্নে করণীয় নির্ধারণে বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ ভারতের সামনে উন্মুক্ত রেখেছে। সরকার যেকোনো শরণার্থীকে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে ঘোষণা করতে পারে। যেমনটি হয়েছে ইউএনএইচসিআরের যাচাই-বাছাই সত্ত্বেও রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে। বিদেশি সম্পর্কিত আইন বা ভারতীয় পাসপোর্ট আইনের আওতায় তাঁদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার। শরণার্থীনীতির ক্ষেত্রে ভারতের নেওয়া সাম্প্রতিক পদক্ষেপ হলো নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (২০১৯)। আইনটিতে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মের ভিত্তিতে শরণার্থীদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

নির্বাসন, নন-রিফুলমেন্ট

২০২১ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রের এই যুক্তিকে মেনে নেয় যে, দেশটিতে রোহিঙ্গারা অবৈধ অভিবাসী। সে সময় সুপ্রিম কোর্ট ৩০০ রোহিঙ্গা সদস্যের মুক্তির আদেশ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, যাঁদের বেশির ভাগই জম্মুতে একটি আটকশিবিরে ছিলেন। আর অন্যরা ছিলেন দিল্লিতে। আদালত বলেন, বিদেশি আইন, ১৯৪৬-এর আওতায় তাঁদের নির্বাসিত করা উচিত। তবে এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। বিষয়টি যে জটিল, তা ২০২১ সালে আসাম সরকারের ১৪ বছর বয়সী এক রোহিঙ্গা কিশোরীকে ফেরত পাঠানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা থেকে স্পষ্ট হয়। কিশোরীটি বাংলাদেশের শরণার্থীশিবিরে থাকা তার বাবা-মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। ২০১৯ সালে আসামে ঢোকার সময় তাকে আটক করা হয়েছিল। মিয়ানমারে তার পরিবারের কোনো সদস্য আর ছিলেন না। কিন্তু আসামের কর্মকর্তারা তাকে নির্বাসনের জন্য মণিপুরের সীমান্তে নিয়ে যায়। তবে মিয়ানমার তাকে ফেরত নেয়নি।

আইনগত নির্বাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সীমান্ত দিয়ে পুশ-ব্যাক করা যাবে না। অন্য দেশকে অবশ্যই নির্বাসিত ব্যক্তিকে তার দেশের নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ কক্সবাজারে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারকে রাজি করাতে সব ধরনের চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছে। তবে ভারত অনেক কষ্টে মুষ্টিমেয় রোহিঙ্গাকে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ভারতে রোহিঙ্গাদের ‘অবৈধ’ হিসেবে অভিহিত করা হয়। তবে তাদের শরণার্থী বলে বাংলাদেশ। তাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে চেয়ে ভারত ‘নন-রিফুলমেন্ট’ নীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এই নীতি মানতে ভারতের বাধ্যবাধকতা আছে। ‘নন-রিফুলমেন্ট’ মানে কোনো শরণার্থীকে কোনোভাবেই কোনো দেশে ফেরত পাঠানো হবে না, যেখানে তাঁর ওপর নিপীড়নের ঝুঁকি থাকবে। ভারত কীভাবে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা শরণার্থীদের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে, তা শ্রীলঙ্কার তামিল শরণার্থীদের ক্ষেত্রেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের অনেকেই তামিলনাড়ুর শিবিরে আছেন। তামিলনাড়ু রাজ্য সরকার তাদের (তামিল শরণার্থী) একটি ভাতা দেয়। তাঁদের চাকরি খুঁজতে সুযোগ দেয়। তাঁদের সন্তানদের স্কুলে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

২০০৯ সালে শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধের সমাপ্তির পর ভারত স্বেচ্ছা-প্রত্যাবাসন পদ্ধতির মাধ্যমে দেশে ফেরাকে উৎসাহিত করে। তাঁরা ইউএনএইচসিআরের মতো জাতিসংঘের সংস্থার সঙ্গে পরামর্শ করে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেয় যে, দেশে ফেরা নিরাপদ কি না। এই পদ্ধতিটি ‘নন-রিফুলমেন্ট’-এর নীতি মেনে চলে।

ইউএনএইচসিআর বলছে, স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করাটা তার অগ্রাধিকার। পাশাপাশি প্রত্যাবর্তনকারীদের সহায়তা করাও অগ্রাধিকার। এর অর্থ, নিজ জনগণকে পুনর্মিলনে সহায়তার জন্য মূল দেশের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি।

সৌ: দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

প্রথম নজর

মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বালুরঘাটে উদযাপিত বিশ্ব আদিবাসী দিবস

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের উদ্যোগে সারম্বরে পালিত হল বিশ্ব আদিবাসী দিবস। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে অবস্থিত রবীন্দ্র ভবনে জেলা স্তরের এই আদিবাসী দিবস উদযাপন করা হয়। ঝাড়গ্রাম থেকে ভার্চুয়ালি এদিন অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বালুরঘাটে জেলা স্তরের এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা লগ্নে হাজির ছিলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, জেলা অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ দপ্তরের আধিকারিক সুজয় সাধু সহ অন্যান্য আধিকারিক ও বিশিষ্টজন। সেখানে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সকলে। উদ্বোধনী ভাষণের মধ্যে দিয়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর আধিবাসী ছেলে মেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া হয় শংসাপত্র। এছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের আদিবাসী কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এরপর ওই সম্প্রদায়ের নিজস্ব কায়দায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাধারন মানুষ থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রাজ্য সরকারের নেওয়া একাধিক প্রকল্প তুলে ধরা হয় প্রদর্শনীর মাধ্যমে। এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চে থেকে নিজের বক্তব্যে রাজ্য সরকারের উন্নয়নশীল কাজের খতিয়ানের পাশাপাশি আদিবাসী মানুষদের জন্য কি পরিকল্পনা রয়েছে তা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেন রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। অন্যদিকে, এ বিষয়ে জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, 'রাজ্য জুড়ে বিশ্ব আদিবাসী দিবস আজ পালিত হচ্ছে।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাড়গ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেছেন। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প গুলি আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য আমরা সদা তৎপর রয়েছি।' এ বিষয়ে রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, 'আদিবাসী মানুষদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্যই এই দিনটিকে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে পালন করা হয়। আদিবাসী সমাজের যে নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে সেটাকেও আমরা এদিনে স্মরণ করি।'

এ বিষয়ে জেলা অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ দপ্তরের আধিকারিক সুজয় সাধু জানান, 'আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য আমরা যে সমস্ত প্রকল্পগুলো হাতে নিয়েছি সেগুলোকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা জারি রয়েছে। সরকারি প্রকল্প থেকে একটিও আদিবাসী ভাই, বোন যাতে বঞ্চিত না হন; তার জন্য সর্বদা আমরা তৎপর রয়েছি। যেকোনো সমস্যায় আপনারা তৎক্ষণাৎ বিসিডব্লু দপ্তরে অথবা আমাদের জেলা দপ্তরে যোগাযোগ করবেন। জেলা জুড়ে প্রায় ৫১টি হোস্টেল রয়েছে। সেই হোস্টেল গুলোতে যাতে আমরা সুন্দর পরিবেশ তৈরি করতে পারি, জেলা শাসকের তৎপরতায় আমরা সেই কাজ করে চলেছি। আদিবাসী সমাজের উন্নয়নের জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক, খেলাধুলা থেকে শুরু করে হলিস্টিক ডেভেলপমেন্টের চেষ্টা আমরা করছি।' বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন উপলক্ষে এদিন জেলার স্তরের মূল অনুষ্ঠান বালুরঘাটে অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে ব্লক স্তরের অনুষ্ঠানটি গঙ্গারামপুর মহাকুমার অন্তর্গত বুনিয়াদপুরে সুকান্ত ভবন অনুষ্ঠিত হয়।

ডোমকল মহকুমায় রেললাইন নিয়ে সংসদে সরব আবু তাহের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগুয়া ডোমকল মহকুমা আর এই এলাকার মানুষকে ট্রেনে সফর করতে প্রায় ৭০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে রেল স্টেশনে পৌঁছাতে হয় আর তার পর সেখান দেখে দেশের বিভিন্ন প্রান্তরে পৌঁছায়।তবে এই দীর্ঘ পথ বাস বা বাইকে করে যেতে হয় আর সেটা অনেক সময় লেগে যায় সাধারণ মানুষের।তবে দীর্ঘ দিনের দাবি সীমান্ত এলাকা দিয়ে ট্রেন যোগাযোগ হলে যেমন বাণিজ্যিক ভাবে উপকৃত হিব আবার সাধারণ মানুষের সময় ও অর্থ বাঁচবে ।বিশেষ করে যারা সীমান্ত এলাকা থেকে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য যায় তাদের একদিন আগে থেকে বাড়ি থেকে বেরোতে হয়,যদি ট্রেন লাইন হয় তাহলে দিনের দিন গিয়ে চিকিৎসা করে আসতে পারবে কলকাতা থেকে।এই বিষয়ে অনেক রাজনৈতিক দলের সাংসদরা আগেও দাবি তুলেছিলেন সংসদে যদিও তাতেও কোনো কাজ হয়নি।রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী থাকা কালীন করিমপুর জলঙ্গী ডোমকল রেল লাইনের সার্ভের জন্য অনুমোদন দিয়েছিলেন।কিন্তু তিনি রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে আর সেই কাজ শুরু হয়নি।যদিও ইতি মধ্যে নদীয়ার সাংসদ মহুয়া মিত্র কৃষ্ণনগর থেকে করিমপুর পর্যন্ত রেল লাইনের সার্ভের করে ফেলে ছেন।কিন্তু ডোমকল মহকুমায় রেল লাইনের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেছে।মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের সাংসদ আবু তাহের খান দ্বিতীয় বার সাংসদ নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে তার প্রথম বক্তব্যের মধ্য ডোমকল করিমপুর রেল লাইনের দাবি তুলেন।পাশাপাশি নসিপুর রেল ব্রিজ নিয়েও সরব হন সাংসদ আবু তাহের খান,তিনি সংসদে তার বক্তব্য বলেন নসিপুর রেল ব্রিজ আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে কাজ সম্পূর্ণ হলেও তার উপর দিয়ে আজও ট্রেন চলাচল শুরু হয় নি,এই ব্রিজের উপর দিয়ে ট্রেন চলাচল শুরু হলে একশো কিলোমিটার রাস্তা কমে যাবে ।আর নসিপুর রেল ব্রিজ তৈরি করা হলে কেনো তা কেনো আজও চালু করা হলো না সেই বিষয়ে সরব হন। সংসদে শুক্রবার যেভাবে মুর্শিদাবাদ লোকসভার মানুষের দাবি দাওয়া নিয়ে সরব হয়েছেন তাতে অনেক খুশি সাধারণ মানুষের পাশাপাশি দলীয় নেতা কর্মী সমর্থকরা।এখন দেখার যে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী কি রেল লাইনের জন্য অনুমোদন দেন কি না ।

ফের রেল দুর্ঘটনা, মালগাড়ির পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত কুমেদপুরে

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ফের রেল দুর্ঘটনা। মালগাড়ির পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত। এবার ঘটনাস্থল মালদহের কুমেদপুর রেল স্টেশন। শুক্রবার সকাল এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে।ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।ডিজেল বোঝায় মালগাড়িটি আসামের বঙ্গাইগাঁও থেকে বিহারের বারাউনি যাওয়ার পথে কুমেদপুর রেল স্টেশনে তালগ্রাম ব্রিজের পাশে লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে পাঁচটি বগি।খবর ছড়াতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।খবর পেয়ে কাটিহার ডিভিশন থেকে রেলের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।বগিগুলো সরানোর কাজ শুরু করেন। অপরদিকে লোকাল যাত্রীবাহী ট্রেন কয়েকঘন্টার জন্য চলাচল বন্ধ থাকায় চরম সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা।টোটো ও অটোতে করে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হন যাত্রীরা।রেলের নজরদারির অভাবে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে বাদ্যযন্ত্র প্রদান

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের তরফে জেলার অন্যান্য স্থানের ন্যায় রাজনগরেও দিনটি যথাযথ ভাবে পালিত হয়। এই উপলক্ষে শুক্রবার ৯ই আগস্ট রাজনগর নজরুল মঞ্চে সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মারক মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। এর পর রাজনগর ব্লক অফিসের রাজীব গান্ধী সেবা কেন্দ্রের সভাকক্ষে চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। এদিন বিভিন্ন আদিবাসী নৃত্যগোষ্ঠীকে ধামসা, মাদল, বাঁশি প্রভৃতি আদিবাসী বাদ্যযন্ত্র প্রদান করা হয় আদিবাসী দিবসকে সামনে রেখে।উপস্থিত ছিলেন রাজনগর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভাশিস চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিবেদিতা সাহা, সহ-সভাপতি, পরিমল সাহা, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধক্ষ্যা চিত্রলেখা রায়, পঞ্চায়েত সদস্য সহদেব মার্ডি, সমাজসেবী বলদেব বাস্কি, বিপ্রনাথ মার্ডি, সমাজসেবী গাফফার খান, সেখ নাজু, সেখ কাবুল, শোভন আচার্য্য, ল্যাম্পস লিমিটেডের ম্যানেজার বনমালী ঘোষ সহ বিশিষ্টজনেরা।

বিডিও-র 'দাদাগিরি'! কর্তব্যরত চিকিৎসককে মারধর করার অভিযোগ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বিডিও র দাদাগিরি। কর্তব্যরত চিকিৎসককে মারধর । হাসপাতালে ঢুকে মার ধোরের করার অভিযোগ। হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচন্ডী আর এন রায় হাসপাতালের ঘটনা। হবিবপুরের বিডিওর বিরুদ্ধে হবিবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের আক্রান্ত চিকিৎসকের।অসুস্থ স্ত্রীকে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে নিয়ে গিয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসককে মারধর করার অভিযোগ। কর্তব্যরত চিকিৎসককে মারধর করার অভিযোগ উঠল মালদার হবিবপুর ব্লকের বিডিও অংশুমান দত্তের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হবিবপুর ব্লকের। বুলবুলচন্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে। ঘটনায় বুলবুলচন্ডী গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক দীপাঞ্জন মন্ডলের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাত ২টা ৪০ মিনিট নাগাদ হবিবপুরের বিডিও অংশুমান দত্ত তার অসুস্থ স্ত্রীকে গাড়িতে চাপিয়ে চিকিৎসার জন্য বুলবুলচন্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। বিষয়টি জানতে পেরেই তিনি কোনরকম বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ ছুটে আসেন। এবং রোগীকে ভেতরে নিয়ে আসার কথা বলেন। আর এই কথা বলতে না বলতেই বিডিও সাহেব তার কলার ধরে তাকে চড়-থাপ্পড়, কিল মারেন। পরবর্তীতে ফের চড়াও হয়ে ধাক্কা মারেন। সেই ধাক্কায় তিনি আঙুলে চোট পান। আঙুল থেকে প্রচন্ড রক্তপাত হয়। এই পুরো ঘটনা প্রথমে তিনি বি.এম.ও.এইচ সাহেবকে জানান। পরবর্তীতে গোটা ঘটনা জানিয়ে হবিবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও এই বিষয়ে বিডিও-রঅংশুমান দত্ত। বিডিও হবিবপুর ব্লকের বিডিও ক্যামেরার সামনে আসতেই সাংবাদিকদের তেরে আসলেন তিনি । আমি কিছু বলবো না।জানালেন তিনি।

আদিবাসী দিবস পালিত রবীন্দ্র ভবনে

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: রাজ্যের প্রতিটি জেলার পাশাপাশি শুক্রবার হাওড়া জেলা প্রশাসনের উদ্যগে এবং উলুবেড়িয়া মহকুমা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপিত হল উলুবেড়িয়ার রবীন্দ্র ভবনে।এদিন উলুবেড়িয়ার রবীন্দ্র ভবনের মঞ্চ থেকে ১৮ জনের হাতে জাতি শংসাপত্র,৫ জনের হাতে বৃত্তি এবং ৩টি আদিবাসী সংগঠনের হাতে ধামসা মাদল তুলে দেওয়া হয়।যেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়,হাওড়ার জেলাশাসক ডা.পি দীপাপ প্রিয়া,হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস,হাওড়া গ্রামীণ জেলার পুলিশ সুপার স্বাতী ভাঙ্গারিয়া,বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু,প্রিয়া পাল,উলুবেড়িয়া মহকুমাশাসক মানস কুমার মণ্ডল,উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান,হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ রিজিয়া খাতুন,মানস কুমার বসু,উলুবেড়িয়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক প্রমুখ।

কলেজের পরিচালন কামটির সভাপতির বিরুদ্ধে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: 'তুফান ঘোষকে মানছি না।' তুমুল বিক্ষোভ হাওড়ার ডোমজুড়ের আজাদ হিন্দ ফৌজ স্মৃতি কলেজে। ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল কলেজ চত্বর। এই নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক হাতাহাতি হয়। পুলিশের সামনেই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে বিবদমান দুই পক্ষ। কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি তুফান ঘোষকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ জানান ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের অভিযোগ, জগৎবল্লভপুরের বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা তুফান ঘোষকে কলেজের সভাপতি করা হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, দূর্নীতিগ্রস্ত ওই তৃণমূল নেতা বর্তমানে মাকড়দহ এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। এছাড়াও মাকড়দহ বামাসুন্দরী স্কুলের পরিচালন সমিতিরও সভাপতি। তাই একধিক পদে থাকার পরেও কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি করেছেন বিধায়ক। ওনাকে আমরা মানছি না মানব না বলে শুক্রবার কলেজ চত্বরে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। শুক্রবার সকালে গোটা কলেজ চত্বর জুড়ে পোষ্টার পড়ে। প্রসঙ্গত, বর্তমানে তুফান ঘোষ এলাকার বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ অনুগামী হিসাবে পরিচিত। সব মিলিয়ে গোষ্ঠী কোন্দলে উত্তপ্ত আজাদ হিন্দ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়।

শান্তি কামনায় দোয়ার মজলিশ

নুরুল ইসলাম খান ● হুগলি

আপনজন: সম্প্রতি প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে একটি অলাত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ফুরফুরার পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকী প্রতিবেশী দেশের নতুন সরকারের উচিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় রেখে সংখ্যালঘুদের প্রতি সুনিশ্চিত নিরাপত্তা, মানুষের কল্যান ও শান্তির জন্য বিশেষ করে দোয়াও করেন। মানুষের উন্নতি ও দেশের গনতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। একাংশ গদি মিডিয়া কিছু বিকৃতি খবর করে সম্প্রীতির বন্ধন ধংস করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

বিশ্বকবিকে স্মরণ হাওড়ার প্রাইমারি স্কুলে

অভিজিৎ হাজরা ● আমতা

আপনজন: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের - এর মৃত্যুদিন পালিত হল গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা ১ নং ব্লকের সিরাজ বাটি চক্রের আমতা আওড়গাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বসানো হল গাছ। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত আলোচনায় অংশ নিলেন প্রধানশিক্ষক প্রদীপ রঞ্জন রীত , শিক্ষক সৌমেন মন্ডল। শিশুরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও ছড়া পরিবেশন করল। শিক্ষিকা পুষ্পিতা পাল রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে কয়েকজন ছাত্রী নৃত্য পরিবেশন করে।প্রধান শিক্ষক প্রদীপ রঞ্জন রীত জানালেন , রবীন্দ্রনাথ বহু বছর আগে পরিবেশ বাঁচাতে বৃক্ষরোপণ উৎসব বা বনমহোৎসব চালু করেছিলেন। লিখেছেন "বনবাণী"- র মতো বৃক্ষকেন্দ্রিক কাব্য। লিখেছেন "মরু বিজয়ের কেতন উড়াও" - এর মতো গাছ সম্পর্কিত গান।তাই তাঁর মৃত্যুদিনে তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে । তাঁর জন্মদিনেও আমরা বৃক্ষরোপণ করি।"

বাইশে শ্রাবণ: কবিগুরুকে শ্রদ্ধার্ঘ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বালুরঘাট

আপনজন: বালুরঘাটে 'প্রবাহ ' সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ থেকে নাট্যকার মন্মথ রায় নাট্য এবং সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্রে রবীন্দ্রনাথের ৮৩ তম প্রয়াণ দিবসে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কবিগুরুকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয়। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং পুষ্পার্ঘ নিবেদন করা হয়। তারপরে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ডিপিও শ্রীযুক্ত বিমল কৃষ্ণ গায়েন মহাশয়। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন প্রবাহের সম্পাদক সনাতন পাল। প্রবাহের শিক্ষার্থীদের "বরিষ ধরা মাঝে - শান্তির বারি" সমবেত সঙ্গীত পরিবেশনার পরে একদিকে শিশু শিক্ষার্থীরা যেমন সমবেত ভাবে " বর্ষা " কবিতা আবৃত্তি পরিবেশনা করে, তেমন বড় রা" বিদায় বেলায়" কবিতা সমবেত আবৃত্তি করে। একদিকে যেমন অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল সুতপা বাগচী এবং আহানা মুখার্জির একক নৃত্য। অপর দিকে " তুমি কি কেবলই ছবি..." এবং গিটার সহ যোগে " তুমি রবে নীরবে নীরবে..." রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনার। "সুয়োরানির সাধ" এবং ঘাটের কথা শ্রুতিনাটক পরিবেশিত হয়।

পথ সুরক্ষার জন্য ভাঙা হল পার্ক, এমনকী পানীয় জল প্রকল্পও

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: রোড সেফটির কারণে ভেঙে ফেলা হল পানীয় জলের প্রকল্প থেকে পার্ক। শুক্রবারের ওই ঘটনা বড়ঞা থানার কুলি চৌরাস্তা মোড়ে।

এদিন সেখানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেসিবি দ্বারা ওই পার্কটি ভেঙে ফেলা হয়। একই সাথে কয়েকবছর আগে তৈরি সেখানকার পানীয় জলের প্রকল্পটিও আর থাকল না। যা নিয়ে বাসিন্দাদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দিয়েছে। কেউ এই ঘটনাকে ক্ষতি হল বলে জানালেও অনেকে আবার ভালোই হয়েছে বলে দাবি করেছেন।

কুলি চৌরাস্তা এই পার্কটি স্থাপন করে কুলি। আর জিপাটি। পরে পার্কটি প্রশাসনের দেখাশোনা করত।

বড়ঞা থানার ভারপ্রাপ্ত অনেক আধিকারিকের দেখা গিয়েছে এই পার্কে। বৃক্ষরোপণ করা এবং সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্যই লাইট লাগানো হয়েছিল।

এই পার্কে রাজ্য সরকারের তিন

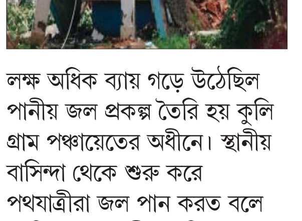

লক্ষ অধিক ব্যায় গড়ে উঠেছিল পানীয় জল প্রকল্প তৈরি হয় কুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে পথযাত্রীরা জল পান করত বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এটা ভাঙ্গার কারণে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পথযাত্রীরা অনেকেই সমস্যা সম্মুখীন হয়েছে বলে জানিয়েছেন। যদিএই বিষয়ে বড়ঞা বিডিও গোবিন্দ দাস জানান, জেলা রোড সেফটি কমিটি থেকে অনেক আগেই ওই জায়গা ভেঙে ফেলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এটি আজ বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে গোটাটাই পুর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। তবে, বিডিওর কথাতে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না স্থানীয় বাসিন্দারা।

বুদ্ধদেব স্মরণে শোক মিছিল হরিহরপাড়ায়

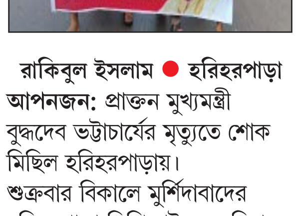

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে শোক মিছিল হরিহরপাড়ায়।

শুক্রবার বিকালে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া সিপিআইএম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে শোক মিছিল করা হয়। প্রথমে হরিহরপাড়া সিপিআইএম কার্যালয় থেকে শুরু হয় মিছিল গোটা হরিহরপাড়া বাজার এলাকা পরিক্রমা করে সিপিএম কার্যালয়ে এসে সম্পন্ন করেন। হরিহরপাড়া সিপিআইএম এরিয়া কমিটির সম্পাদক ইনসার আলী বিশ্বাস তিনি জানান পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বাংলার যুবক যুবতীদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের কারিগর কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বৃহস্পতিবার প্রয়াত হয়েছেন। এবং তার মৃতদেহ শুক্রবার বিকালে নীলরতন হাসপাতালে দান করা হয়।

মামূন ন্যাশনাল স্কুলে বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশন

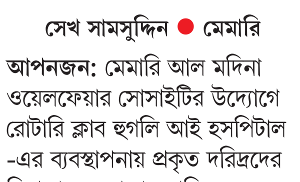

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: মেমারি আল মদিনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে রোটারি ক্লাব হুগলি আই হসপিটাল -এর ব্যবস্থাপনায় প্রকৃত দরিদ্রদের বিনা খরচে চোখের ছানি অপারেশন করতে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ২৫ আগস্ট রবিবার সকাল ন'টা থেকে মেমারি মদিনা মার্কেট সংলগ্ন মামুন ন্যাশনাল স্কুলে এই ছানি পরীক্ষা শিবির চলবে বলে জানান কর্তৃপক্ষ। এখানে কেবলমাত্র চোখের ছানি পরীক্ষা হবে ও নির্ণীত রোগীদের রোটারী আই হসপিটাল বাঁশবেড়িয়া হুগলিতে অপারেশন করানো হবে বলে জানান। প্রায় তিনশত রোগীর চোখ পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে রোগীরা আগে এলে আগে দেখানোর সুযোগ পাবেন এই ভিত্তিতে ডাক্তারবাবুরা চোখ দেখবেন। ঐ নির্দিষ্ট দিনে এলেই হবে আগে থেকে নাম লেখানোর কোন প্রয়োজন নেই। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করতে পারেন ৮৭৬৮৮২৫৫০০/ ৯৩৭৮০১৯৫৫৮ এই নম্বরে।

প্রকাশিত হল 'উলফাত কি দাস্তা' গ্রন্থ

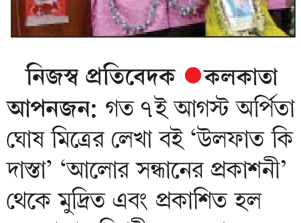

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: গত ৭ই আগস্ট অর্পিতা ঘোষ মিত্রের লেখা বই 'উলফাত কি দাস্তা' 'আলোর সন্ধানের প্রকাশনী' থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হল কলকাতার বিপ্লবী গুহ সভাঘরে বিশিষ্ট গুণীজনদের উপস্থিতিতে। উপস্থিত ছিলেন কবি, সাংবাদিক, বিদ্বজ্জন

শ্রীযুক্ত বরুণ চক্রবর্তী মহাশয়, কলকাতা চলচ্চিত্র কমিটির সেক্রেটারি শ্রীমতী রানু রায়, অ্যাডভোকেট ও কলকাতা চলচ্চিত্র কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রী ইন্দু ভূষণ রায় ও সুবৃত্তের কর্ণধার শ্রী সুজিত ঘোষ মহাশয়। আলোর সন্ধান প্রকাশনীর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণকলি বেরা ও সরবত আলি মণ্ডল।

কৃষ্ণকলি বেরা অর্পিতা ঘোষ মিত্রের হাতে আলোর সন্ধানে প্রকাশনীর পক্ষ থেকে তুলে দেন "লেখক স্মারক সম্মাননা"। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুবৃত্তের কর্ণধার সুজিত ঘোষের পরিচালনায় সুচারুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রানবন্ত হয়ে ওঠে এক সাহিত্যঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে।

NAME CHANGE

I, ABDUS SABUR MONDAL, S/o LATE ABDUL HAMID MONDAL, residing at Vill. Boaldaha, P.O. – Boaldaha & P.S. – Bongaon, Dist. – North 24 Parganas, Pin – 743235 as per AADHAR Card No. 4006 3822 6126. & VOTER ID Card No. WB/13/085/402332. That inadvertently in my Passport being no. L9326858 where my &my father's name has been wrongly recorded as MOHAMMAD ABDUS SABUR S/O MOHAMMAD ABDUL HAMID MONDAL. AND also in my Madhyamik Admit Card, being no. GOL-A-77, issued by WBMEB where my &my father's name has been wrongly recorded as MD ABDUS SABUR S/O MD ABDUL HAMID MONDAL in place of ABDUS SABUR MONDAL S/O ABDUL HAMID MONDAL

Do hereby solemnly affirmed and declared by Affidavit no. 4773 before LD. A.C.J.M(1ST Cass), Bongaon on 30.07.2024 That "ABDUS SABUR MONDAL S/O ABDUL HAMID MONDAL" & "MOHAMMAD ABDUS SABUR S/O MOHAMMAD ABDUL HAMID MONDAL" & "MD ABDUS SABUR S/O MD ABDUL HAMID MONDAL" is self-same and one identical person and having no difference at all.

শৈশবে বাবা-মা হারা আমন ভারতকে এনে দিলেন ব্রোঞ্জ

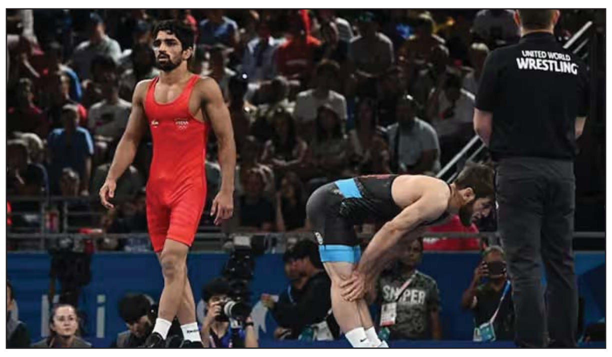

আপনজন ডেস্ক: শৈশবে বাবা-মা হারা আমন সেহরাওয়াত। ভারতকে এনে দিলেন ব্রোঞ্জ প্যারিস অলিম্পিকে পুরুষদের কুস্তিতে ৫৭ কেজি ফ্রিস্টাইল ইভেন্টে পুয়ের্তো রিকোর দারিয়ান ক্রাজকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতলেন আমন । অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়ে সহজ জয় পেলেন আমন। তাঁর পক্ষে ম্যাচের ফল ১৩-৫ । ২০০৮ সালে বেজিং অলিম্পিক থেকে কুস্তিতে পদক জিতে আসছে ভারত। এবারের অলিম্পিকেও এর ব্যতিক্রম হল না। ভিনেশ ফোগটের নিশ্চিত পদক হাতছাড়া হলেও, অসাধারণ লড়াই করে পদক জিতলেন আমন। এই তরুণ কুস্তিগীর বৃহস্পতিবার সেমি-ফাইনালে একেবারেই লড়াই করতে পারেননি। কিন্তু শুক্রবার ব্রোঞ্জ জয়ের ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখান আমন। তাঁর সামনে বিশেষ লড়াই করতে পারেননি পুয়ের্তো রিকোর প্রতিপক্ষ। ফলে অনায়াস জয় পেলেন আমন। প্যারিস অলিম্পিকে ভারতের প্রথম কুস্তিগীর হিসেবে পদক জয়ের পর আমন বলেন, 'আমি বাবা-মা ও দেশকে এই পদক উৎসর্গ করছি। আজ পদক জিতে খুব ভালো লেগেছে। শুরুতে সমানে-সমানে লড়াই হচ্ছিল। তবে পরে আমি দাপট দেখিয়েছি। আমি ফাইনালে খেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা করতে পারিনি। তাই অন্তত ব্রোঞ্জ জিততে চেয়েছিলাম। কিন্তু ব্রোঞ্জ জয়ও সহজ ছিল না। এই পর্যায়ে লড়াই অত্যন্ত কঠিন।' ২১ বছর বয়সি আমন ভারতের সপ্তম কুস্তিগীর হিসেবে অলিম্পিকে পদক জিতলেন। ১৯৫২ সালে ভারতের প্রথম কুস্তিগীর হিসেবে অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক জেতেন কে ডি যাদব। এরপর ২০০৮ সালে ব্রোঞ্জ জেতেন সুশীল কুমার। এরপর ২০১২ সালে রুপো জেতেন সুশীল। ২০১২ সালের অলিম্পিকেই ব্রোঞ্জ জেতেন যোগেশ্বর দত্ত। ২০১৬ সালে ব্রোঞ্জ জেতেন সাক্ষী মালিক। ২০২০ সালে ব্রোঞ্জ জেতেন বজরং পুনিয়া। ২০২০ সালের অলিম্পিকেই ব্রোঞ্জ জেতেন রবি দাহিয়া। এবার ব্রোঞ্জ জিতলেন আমন।

এখনও তিন সংস্করণে খেলতে চান সূর্যকুমার

আপনজন ডেস্ক: টেস্ট খেলেছেন মাত্র ১টি। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলা সেই টেস্টে এক ইনিংস ব্যাটিং করে রান করেছিলেন ৮ । সূর্যকুমার যাদব এরপর দল থেকে বাদ পড়েন। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপেও ব্যাট হাতে ব্যর্থ হওয়ায় সূর্যকে টি-টোয়েন্টি সংস্করণের ক্রিকেটার হিসেবেই ধরে নিয়েছেন সবাই। তিনিও এই সংস্করণে দারুণ করছেন। দিচ্ছেন ভারতের নেতৃত্ব। তবে ৩৩ বছর বয়সী সূর্য এক সংস্করণ নিয়েই সন্তুষ্ট নন। খেলতে চান সব সংস্করণেই। সেই লক্ষ্যে চলতি মৌসুমে ঘরোয়া ক্রিকেটের লাল বলের টুর্নামেন্টগুলোয় বাড়তি গুরুত্বও দিচ্ছেন সূর্যকুমার। সে কারণে মুম্বাইয়ের হয়ে বুচিবাবু আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট টুর্নামেন্টেও খেলতে চান তিনি। সূর্যকুমার নির্বাচকদের জানিয়েছেন, প্রথম শ্রেণির এই টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় অংশে খেলবেন তিনি। সূর্যকুমার এই টুর্নামেন্টে খেলবেন সরফরাজ আহমেদের অধীন। তিনি নিজেই দলের নেতৃত্ব না নেওয়ার কথা নির্বাচকদের বলেছেন।

ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, ২৭ আগস্ট জম্মু-কাশ্মীরের বিপক্ষে ম্যাচে খেলতে পারেন সূর্যকুমার। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়াকে সূর্যকুমার বলেছেন, 'ভারতের হয়ে তিন সংস্করণেই খেলতে চাই। বুচিবাবু টুর্নামেন্ট আমাকে এই মৌসুমের লাল বলের টুর্নামেন্টের আগে ভালো প্রস্তুতি দেবে।' সম্প্রতি পূর্ণ মেয়াদে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের দায়িত্ব নিয়েছেন সূর্যকুমার যাদব। তাঁর নেতৃত্বে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে ভারত। তবে ওয়ানডে দলে ছিলেন সূর্যকুমার। এ মুহূর্তে ভারতীয় নির্বাচকদের ওয়ানডের পরিকল্পনাতে যে সূর্যকুমার নেই, সেটা নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগারকার অনেকটা স্পষ্ট করেছেন। অক্টোবরে বাংলাদেশ সিরিজের আগে টি-টোয়েন্টি নেই ভারতের। মূলত এই সময়টা কাজে লাগিয়ে টেস্টে ফেরার দিকে চোখ দিচ্ছেন সূর্যকুমার।

সূর্যকুমার সর্বশেষ প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন দুলীপ ট্রফিতে, ২০২৩ সালের জুলাইয়ে। সব মিলিয়ে ৮২টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে সূর্য রান করেছেন ৪৩.৬২ গড়, মোট রান ৫৬২৮। আছে ২৯টি ফিফটির সঙ্গে ১৪টি শতক।

বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে ফিরবেন শামি, আশা ভারতের

আপনজন ডেস্ক: অ্যাঙ্কেলের চোট থেকে সেরে ওঠার পথে থাকা মোহাম্মদ শামি বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ দিয়ে ফিরবেন বলে আশা করছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। দুটি টেস্ট ও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলতে আগামী সেপ্টেম্বরে ভারত সফরে যাবে বাংলাদেশ দল। চেন্নাইয়ে সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু ১৯ সেপ্টেম্বর। ওই ম্যাচ দিয়েই দীর্ঘ ১০ মাস পর আবার খেলতে দেখা যেতে পারে ৩৩ বছর বয়সী ফাস্ট বোলারকে। গত বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর থেকেই মাঠের বাইরে শামি। বিশ্বকাপে ২৪ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন তিনি। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর পায়ে সফল অস্ত্রোপচার হয়। এর পর থেকেই পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। এ সময়ে তিনি আইপিএল ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্ট মিস করেছেন।

ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, শামি এ মুহূর্তে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে (এনসিএ) পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার শেষ পর্যায় পার করছেন। অস্ত্রোপচারের পর গত মাসে তিনি প্রথমবারের মতো বোলিং করেছেন। চোটাক্রান্ত স্থানে কোনো রকম ব্যথা অনুভব না করায় ধীরে ধীরে বোলিংয়ের গতি বাড়িয়েছেন।

সম্প্রতি শ্রীলঙ্কা সফর শেষে দেশে ফিরেছে ভারতীয় দল। সফরে যাওয়ার আগেই ভারতের প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার জানিয়েছিলেন, শামি বোলিং শুরু করেছেন এবং ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের বিপক্ষে চেন্নাই টেস্ট দিয়ে ফেরাই তাঁর লক্ষ্য। আগারকার বলেছিলেন, 'আমরা কমবেশি জানি, এ মুহূর্তে দলে কিছু চোট-সমস্যা আছে। তবে আশা করি, তারা ফিরে আসবে। শামি বোলিং শুরু করেছে, যা ভালো লক্ষণ। (বাংলাদেশের বিপক্ষে চেন্নাইয়ে) ১৯ সেপ্টেম্বর প্রথম টেস্ট শুরু। ওই সময়ের মধ্যে শামিকে ফেরানো সব সময় আমাদের লক্ষ্য ছিল। আমি জানি না ফেরার জন্য তাকে কত দিন সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এনসিএর কাছ থেকে জানতে হবে।'

ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, নির্বাচকদের এরই মধ্যে শামির অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেছে এনসিএ। এখন শামিকে ফিটনেস পরীক্ষায় উতরে যেতে হবে। তিনি কতটা ফিট, তা দেখার জন্য আগামী ৫ সেপ্টেম্বর থেকে অন্ধ্র প্রদেশের অনন্তপুরে শুরু হতে চলা দুলীপ ট্রফির (প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া প্রতিযোগিতা) অন্তত একটি ম্যাচ খেলানো হতে পারে। এ ব্যাপারে নির্বাচকেরা শিগগিরই তাদের সিদ্ধান্ত জানাবেন।

বাড়িতে হামলার খবর পুরোটাই গুজব, জানালেন লিটন

গত মাসে কলকাতায় রাজ্য দল বেঙ্গলের সতীর্থদের সঙ্গে কয়েকটি অনানুষ্ঠানিক ফিটনেস সেশনে অংশ নেন শামি। সে সময় তিনি জানিয়েছিলেন, জাতীয় দলে ফেরার আগে বেঙ্গলের হয়ে খেলতে চান।

এ মৌসুমে ভারত নিজেদের মাটিতে পাঁচটি টেস্ট খেলবে। বাংলাদেশের পর ভারত সফরে করবে নিউজিল্যান্ড। কিউইদের বিপক্ষে রোহিত শর্মার দল খেলবে তিনটি টেস্ট। পুরোপুরি ফিটনেস ফিরে পেতে দেরি হলে শামি যদি ঘরের মাঠে সব কটি টেস্ট মিসও করেন, তাতেও কোনো সমস্যা দেখছে না বিসিসিআই। আগামী নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়া সফরে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি দিয়ে যেন ফিরতে পারেন, সে জন্য তাঁকে আরও সময় দিতে চায় বোর্ড। অস্ট্রেলিয়া সফরে যাওয়ার আগে রঞ্জি ট্রফিতেও খেলতে পারেন শামি। তা ছাড়া ভারত জাতীয় দলের আগে 'এ' দল প্রথম শ্রেণির দুটি ম্যাচ খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় যাবে। শামি চাইলে 'এ' দলের হয়েও খেলতে পারবেন।

অলিম্পিক ফুটবলে প্রথম পদক জয় মরক্কোর

আপনজন ডেস্ক: সুফিয়ান রাহিমির জোড়া গোল ও ফ্রি কিক থেকে অধিনায়ক আশরাফ হাকিমির দুর্দান্ত এক গোলে মিসরকে ৬-০ গোলে বিধ্বস্ত করে প্যারিস অলিম্পিকে ছেলেদের ফুটবলে ব্রোঞ্জ জিতেছে মরক্কো। নঁতেয় অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে জোড়া গোলের মাধ্যমে প্যারিস অলিম্পিকে সুফিয়ানের মোট গোলসংখ্যা হলো ৮ । প্যারিস অলিম্পিকে এখন সুফিয়ানই সর্বোচ্চ গোলদাতা। আবদে এজ্জালজৌলি, বিলাল এল খান্নুউস ও আকরাম নাকাচ মরক্কোর হয়ে একটি করে গোল করেন।

৮৭ মিনিটে ম্যাচে শেষ গোল হাকিমির। ফ্রি কিক থেকে ডান পায়ের দারুণ শটে ৩০ গজ দূর থেকে গোল করেন তিনি।

অলিম্পিক ফুটবলে এটাই প্রথম পদক জয় মরক্কোর। উত্তর আফ্রিকা অঞ্চল থেকেও অলিম্পিক ফুটবলে এটা কোনো দেশের প্রথম পদক জয়। এবার অলিম্পিক ফুটবলে ৬ ম্যাচে এ নিয়ে ১৭ গোল করল মরক্কো।

গ্রুপপর্বে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে জয়ে পদক জয়ের অভিযান শুরু করেছিল মরক্কো। সেমিফাইনালে স্পেনের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে তারা। গত বছর অনূর্ধ্ব-২৩ আফ্রিকান কাপ অব নেশনসে ফাইনালে মিসরকে হারিয়েছে মরক্কো। সেই জয়ে প্যারিস অলিম্পিকের ফুটবল ডিসিপ্লিনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে দেশটি। প্রথমার্ধে দুটি গোল পেয়েছে মরক্কো। ২৩ মিনিটে এজ্জালজৌলি বক্সের ভেতর থেকে দারুণ শটে গোল করেন। তিন মিনিট পর ব্যবধান ২-০ করেন সুফিয়ান। বিরতির পর মরক্কোর হয়ে গোল করেন সুফিয়ান, বিলাল, নাকাচ ও হাকিমি। প্যারিস অলিম্পিকে ছেলেদের ফুটবলে অন্য যেকোনো খেলোয়াড়ের চেয়ে ৪ গোল বেশি করেছেন সুফিয়ান। ৪ গোল নিয়ে এই তালিকায় যৌথভাবে দ্বিতীয় স্পেনের ফারমিন লোপেজ ও ফ্রান্সের জ্যাঁ-ফিলিপ মাতেতা। প্যারিসে আজ রাত ১০টায় ছেলেদের ফুটবলে সোনা জয়ের লড়াইয়ে ফ্রান্সের মুখোমুখি হবে স্পেন।

অলিম্পিকে হাতছাড়া সোনা, রুপো পেলেন নীরজ

আপনজন ডেস্ক: প্যারিস অলিম্পিকে পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো ফাইনাল কার্যত ভারত-পাকিস্তান লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল। একদিকে ভারতের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপড়া, অন্যদিকে, পাকিস্তানের আরশাদ নাদিম। এই লড়াইয়ে নীরজ আরশাদকে হারাতে ব্যর্থ হলেন। তিনি জিতলেন রুপো। সোনা জিতলেন নাদিম। রুপো পেলেন নীরজ। প্রথম থ্রো ফাউল হওয়ার পর দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ৯২.৯৭ মিটার থ্রো করেন নাদিম। নীরজেরও প্রথম থ্রো ফাউল হয়। এরপর দ্বিতীয় থ্রোয়ে ৮৯.৪৫ মিটার দূরে জ্যাভলিন পাঠান নীরজ। এটাই চলতি মরসুমে তাঁর সেরা থ্রো। কিন্তু তাতেও সোনা জিততে পারলেন না নীরজ। সারা ভারত ধরে নিয়েছিল, এই ইভেন্টে সোনা আসবে। কিন্তু নীরজ রুপো পাওয়ায় হতাশ ক্রীড়াপ্রেমীরা। এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিযোগিতাতেই ৯০ মিটার থ্রো করতে পারেননি নীরজ। এদিনও পারলেন না। ৯০ মিটারের কাছাকাছি গিয়েই থেমে যেতে হল। ৬ থ্রোয়ের মধ্যে ৫টিই ফাউল হল। অন্যদিকে, ২ বার ৯০ মিটারের

বেশি থ্রো করলেন নাদিম। তাঁর ষষ্ঠ থ্রো হয় ৯১.৭৯ মিটারের। এর আগে কোনও অ্যাথলিট জ্যাভলিন থ্রোয়ে একই প্রতিযোগিতায় ২ বার ৯০ মিটারের বেশি থ্রো করতে পারেননি। এদিন নতুন নজির গড়লেন পাকিস্তানি অ্যাথলিট। এই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতলেন গ্রেনাদার অ্যাথলিট অ্যান্ডারসন পিটার্স। তাঁর সেরা থ্রো ৮৮.৫৪ মিটারের। পাকিস্তানের প্রথম অ্যাথলিট হিসেবে অলিম্পিকে ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা জিতলেন নাদিম। তাঁর এই সাফল্যে পাকিস্তানের ক্রীড়ামহলে উচ্ছ্বাস। নাদিম সোনা জেতায় প্যারিস অলিম্পিকে পদক তালিকায় উপরেউঠে এসেছ পাকিস্তান। নীরজ সোনা হারানোয় প্যারিসে ভারতের অন্য কোনও অ্যাথলিট সোনা পাচ্ছেন না। ৫ পদক নিয়ে এখন ৬৩ নম্বরে ভারত।

ওলমোকে নিল বার্সেলোনা

আপনজন ডেস্ক: স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড দানি ওলমোকে দলে ভিড়িয়েছে বার্সেলোনা। ছয় বছরের চুক্তিতে তাকে দলে নেওয়ার বিষয়টি আজ শুক্রবার বিবৃতি দিয়ে জানায় লা লিগার দলটি।

বেশ কিছুদিন ধরে গুঞ্জন চলছিল বার্সেলোনায় যেতে পারেন ওলমো। এবার এলো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। এক দশক পর বার্সেলোনায় ফিরলেন তিনি। ২০০৭ সালে এস্পানিওল থেকে বার্সেলোনার একাডেমিতে যোগ দেন তিনি। যুব পর্যায়ে সেখানে কাটান সাত বছর। সেখান থেকে ২০১৪ সালে পাড়ি জমান ক্রোয়েশিয়ার ক্লাব দিনামো জাগরেবে। তার 'বাই আউট ক্লজ' ধরা হয়েছে ৫০ কোটি ইউরো। ট্রান্সফার ফির বিষয়ে অবশ্য কিছু জানানো হয়নি। ফুটবল ওয়েবসাইট ইএসপিএনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাথমিকভাবে বার্সেলোনার খরচ হবে সাড়ে পাঁচ কোটি ইউরো। বিভিন্ন বোনাসসহ খরচ হতে পারে আরো ৭০ লাখ ইউরো। ২০২০ সালে তিনি যোগ দেন লাইপজিগে।

e-Tender

Notice Inviting e-tender

Under designated has invite e-tender for 15 th FC tide(04), untied (06) nos scheme Detils are available athttps://wbtenders.gov.in

Prodhan
Kaijuri Gram Panchayat
Swarupnagar Development Office
Swarupnagar, North 24 Parganas

বাড়িতে হামলার খবর পুরোটাই গুজব, জানালেন লিটন

আপনজন ডেস্ক: ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশের বিভিন্ন জেলায় সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় দলের ক্রিকেটার লিটন দাসের বাড়িতে হামলা হয়েছে– এমন পোস্ট দেখা গেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। তবে এমন কিছু যে হয়নি, সেটা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন লিটন। এই ক্রিকেটার অনুরোধ করেছেন গুজবে কান না দিতে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে লিটন লিখেছেন, 'প্রিয় দেশবাসী, সকলের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে একটি বিষয় অবগত করতে চাই। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন মিডিয়ায় একটি খবর প্রচারিত হয়েছে, আমাদের বাড়িতে হামলার ঘটনা নিয়ে, যার কোনো সত্যতা নেই। কেউ এসব গুজবে কান দেবেন না। আমি এবং আমার পরিবার এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরাপদে রয়েছি।' লিটন যোগ করে লিখেছেন, 'আমি বিশ্বাস করি, আমাদের দেশ একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ। এই দেশে আমরা সকল ধর্ম–বর্ণ–নির্বিশেষে যেন একসাথে সামনে এগিয়ে যেতে

পারি সেটাই এখন আমাদের একমাত্র মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। আমার দিনাজপুরবাসীসহ পুরো দেশ একে অন্যের রক্ষায় যেভাবে নিয়োজিত ছিলেন সেটা সত্যিই প্রশংসনীয় এবং আমি কৃতজ্ঞ। আমি আশা করব, ভবিষ্যতেও আমরা সবাই একসাথে থাকব এবং সকল ধরনের সহিংসতা থেকে দূরে রাখব এই দেশটাকে। কারণ, দেশটা আমাদের সবার।'

শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছাড়ার পর গত ৫ আগস্ট জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজার নড়াইলের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের পর আগুন দেওয়া হয়। তিনি জাতীয় সংসদের হুইপ ও নড়াইল-২ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন।

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে। গতকাল রাতে বঙ্গভবনে ১৭ সদস্যের অন্তর্বর্তী সরকারের ১৪ জন শপথ নেন।

২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালের শেষ ওভারে যোগিন্দর শর্মার হাতে বল তুলে দিয়েছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ভারতকে জিতিয়ে অধিনায়ক ধোনির আস্থার প্রতিদান দিয়েছিলেন যোগিন্দর। যোগিন্দর অনেক আগেই পুলিশে যোগ দিয়েছেন। প্রায় এক যুগ পর দুজনের দেখা হওয়ার ছবিটি পোস্ট করে যোগিন্দর লিখেছেন, 'অনেক দিন পর মাহির সঙ্গে দেখা হয়ে ভালো লাগছে'।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**